বিরজা নাটক।

গীতি-নাট্য।

৺মহারাজ কুমারী মনোরমা দেবী
প্রণীত

শ্রীকরঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"রমানিকেতন"
১০A, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[রথ-যাত্রা—১৩২[illegible]]

(সাধারণের জন্য প্রকাশিত নহে)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীদাম।

সুবল ও অন্যান্য রাখালগণ।

স্ত্রী।

রাধিকা।

বৃন্দা।

ললিতা।

বিশাখা।

চম্পকলতা।

চিত্রা।

রাধার অন্যান্য সখীগণ।

বিরজা।

পদ্মমঞ্জরী।

উদিতচন্দ্রা।

বিরজার অন্যান্য সখীগণ।

বিরজা-নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গোলোক—রাধার কেলিগৃহ।

(রাধা ও কৃষ্ণ উপবিষ্ট)

(রাধা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি) নাথ! এই বিজন বিপিনে একবার ভ্রমণ ক'রে ইহার শোভা দর্শন করি এস।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তুমি দর্শন কর। আমি ক্ষণকাল এখানে বিশ্রাম করি।

রাধা। আচ্ছা তবে আমি দেখি। (ভ্রমণ করিতে করিতে) আহা! এই বিজন বিপিনের কি চমৎকার শোভা হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসকল ফলভরে অবনত হইয়াছে; নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সুশীতল সমীরণ সাহায্যে সুমধুর সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে; মাধবীলতা সহকারতরুতে জড়িত হইয়া যেন প্রিয় সম্ভাষণে উহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। আহা! এমন শোভা আমি কখনও দেখি নাই। ছোট ছোট বৃক্ষগুলি কেমন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যেন প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; নানাজাতীয় পক্ষি-সকলের সুমধুর কলরবে বিজন বিপিন মুখরিত হইতেছে।

কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের নৃত্য, এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মনে যে কিরূপ আনন্দ অনুভূত হইতেছে তাহা আর সম্যক্‌ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। যাই, দেখি যদি প্রাণকান্ত এই সকল দর্শন করেন তা হ'লে তিনি কতই আনন্দিত হ'বেন!

কৃষ্ণ। (স্বগত) এখানে রাধাকে লইয়া যে এত বিহার করিলাম, ইহাতেও ত মনে স্ফূর্ত্তি হইল না। এক্ষণে বিরজার নিকট যাইবার জন্য মনটা বড়ই ব্যস্ত হইতেছে; কি ক'রেই বা যাই? (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) হাঁ হ'য়েছে; গোষ্ঠে যা'বার ছল ক'রে যাই।

রাধা। (কৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া) নাথ! বিজন বিপিনের কি অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলাম, দেখিলে মনপ্রাণ একেবারে বিমোহিত হয়। নাথ! চল, তুমিও একবার দর্শন করিবে চল। দেখে যে কতই আনন্দিত হবে তাহা আর বলিতে পারি না। (পার্শ্বে উপবেশন)

কৃষ্ণ। না প্যারি! আর আমি বিজন বিপিনের শোভা দর্শন ক'র্‌ব না; ও সকল বন আমি অনেকবার দেখেছি; এখন তুমি দেখে এলে, তাহাতে আমারও দেখা হয়েছে।

রাধা। নাথ! আজ তোমাকে এমন অন্যমনা দেখ্‌ছি কেন? আমি বন ভ্রমণ করিতে ডাকিলাম, তুমি আমাকে যেতে ব'লে একেলাই লতাকুঞ্জে বসিয়া রহিলে; যেন বিষণ্ণ বদনে কিসের চিন্তা ক'র্‌ছ ব'লে বোধ হ'চ্চে।

কৃষ্ণ। না রাধে! আমি অন্যমনে কিছু চিন্তা করি নাই, তবে অনেকক্ষণ এখানে নানা আমোদে প্রমোদে তোমার সঙ্গে

মাতিয়া রহিয়াছি, আর সেখানে রাখালগণ আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া গোষ্ঠে যায় নাই। আমার এখানে তোমার কাছ থেকে যেতে কতই বিলম্ব হল! ছি! ছি! আমি কি অন্যায় ক'রেছি; তারাই বা কি মনে ভাবিতেছে বল দেখি; আমি তাই অন্যমনা হ'য়ে ভাব্‌ছি, আর অন্য কিছুই নয়। তা প্রিয়ে! আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছি না। তবে তুমি ব'স, আমি যাই। (রাধার হস্ত ধারণ করিয়া)

গীত।

ভূপালী—ঝাঁপতাল।

ব'স প্রিয়ে। আসি আমি মনেতে কিছু ভেবনা।
আমি না যাইলে পরে রাখালগণ বনে যাবে না।
আমায় না দেখিলে পরে ধেনুবৎস তৃণ ছাড়ে,
প্রিয়ে। তবে কেমন ক'রে না যাইব বল না॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তবে তুমি ব'স, আমি এক্ষণে গোষ্ঠে গমন করি। অনেকক্ষণ তাহারা আমায় না দেখে যে তাহাদের মনে কতই কষ্ট হ'চ্চে তাহা আর বলিতে পারি নে। (স্বগত) একবার বিরজাকে না দেখ্‌লে, তার বদনচন্দ্রের সুধা পান না ক'র্‌লে প্রাণে কিছুতেই সুখী হব না। আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তবে আমি এখন যাই।

রাধা। (কৃষ্ণের গলা ধরিয়া)

গীত।

খাম্বাজ—যৎ।

প্রাণনাথ কেন তুমি বল, আমি যাই।
(তুমি) যাইব বলিলে আমি প্রাণে ব্যথা পাই।

তোমায় না হেরিলে পরে, শূন্য হেরি ত্রিসংসারে,
ইচ্ছা সদা তব অঙ্গে মিশাইয়ে রই ॥

রাধা। নাথ! তুমি কেন যাই যাই করিতেছ? তুমি যাই যাই বলিলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। প্রাণনাথ! তোমার সঙ্গে আমি যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ যে কি আনন্দেই ভাসি তাহা আর বলিতে পারি না। গৃহের গুরুগঞ্জনায় ভয় রাখি না, শ্বাশুড়ী, ননদীর ভয় রাখি না, কেবল তোমার এই চন্দ্রবদন দর্শন করিলেই আমি সর্ব্বদা সুখে ভাসি।

কৃষ্ণ। প্যারি! তুমি মনে কিছু কষ্ট ক'রোনা, আমি শীঘ্র এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

(সখীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)
(রাধিকা অন্যমনস্কভাবে অবস্থিতা)

গীত।

ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

মধুর চাঁদিনী, মধুর যামিনী, মধুর সঙ্গিনী মিলিয়া সবে।
আও আও চলি, যত সখী মিলি, কিশোর কিশোরী হেরিতে এবে।
হ'য়ে একপ্রাণ, রাধাশ্যাম নাম, গাহিগে সকলে সুমধুর রবে।
এস যত সখী, আঁখি ভরে দেখি, যুগল হেরে নয়ন সফল হ'বে ॥

বৃন্দা। ওমা! এ কি প্যারি! তুমি যে এখানে একলা র'য়েছ। আমরা মনে মনে ক'রে আস্‌ছি যে গিয়েই যুগলরূপ দর্শন ক'র্‌ব। তা না দেখে দেখ্‌লাম কিনা আমাদের রাই ব'সে র'য়েছেন। হাঁ সখি! শ্যামচাঁদ কোথায় গেলেন?

রাধা। সখি! তিনি ব'লে গেলেন যে, "আমি অনেকক্ষণ এখানে আমোদ প্রমোদে ভুলে র'য়েছি, রাখালগণ মনে কি ক'র্‌ছে, যাই, এখন একবার আমি তাদের দেখিগে" ; এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

বিশাখা। সখি! তবে আর তুমি এই শ্যামশূন্য বিপিনে একলা র'য়েছ কেন ? এস আমরা গৃহে যাই, এ বিপিন কি তোমার আর ভাল লাগছে? চল, গৃহে চল।

গীত।

কাফি—দাদ্‌রা।

কেন প্যারি! একলা আছ কানুশূন্য এ কাননে।
চল চল গৃহে চল ভাবনা কিলো তারি জন্যে।
মোরা সব সখী থেকে আন্‌ব তাকে তুমি মোদের রাজার কন্যে।
ছি! ছি! ছি! আর ভেবনা কেলেসোনা ভাব্‌লে সেকি
আস্‌বে ফিরে :—
মনকে রাখ আপন জোরে বাঁধ মনকে মনে মনে॥

রাধা। সখি! শ্যাম ছাড়া হ'য়ে আর কি এ কাননে থাক্‌তে ইচ্ছা আছে? তবে শ্যাম চ'লে গেলেন, মনটা বড়ই ব্যাকুল হ'ল, আমি অন্যমনা হ'য়েই উপবনের শোভা ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি আর মনের কষ্ট নিবারণ করবার চেষ্টা ক'র্‌ছি। তা সখি! এইবারে গৃহে যাই চল।

গীত।

মূলতান—একতালা।

সখি! চল যাই গৃহে, আর যে থাকিতে নারি শ্যামশূন্য এ বিপিনে।
চল সখীগণ, ত্যজি এ কানন, হেথা তিলেক তিষ্ঠিতে আর পারিনে॥

ললিতা। সখি! প্যারী যাহা ব'লেছেন তাহা সত্য, এ বিপিনের শোভা দর্শন ক'র্‌লে মন প্রাণ বিমোহিত হয়। এর চতুর্দ্দিক দেখ্‌লে অনেকটা অন্যমনা হ'য়ে থাকা যায়। আহা! দেখ দেখি, কেমন চতুর্দ্দিকে—

গীত।

বাহার—একতাল।

কিবা কোকিল কাকলি, তমালে ভ্রমর ঝঙ্কারে, আহা মরি মরি।
প্রস্ফুট-নলিনী-শোভিত সরসে রাজহংস কেলি কিবা হেরি।
ময়ূর নাচিছে, শারিশুক গাহিছে, মনোমোহন তান ধরি॥

বৃন্দা। আজ এদের তো রকম দেখে আর বাঁচিনে। কেউ বনের শোভা দেখে একেবারে মোহিত হ'চ্চেন, কেউ বা শারিশুকের গান শুনে গ'লে যাচ্ছেন; তা এখানে তো সবারি সব শুনা গেল, তবে এখন গৃহে যাবে কিনা তাই বল। ওলো, তোরা যে এত চারিদিকের শোভা দেখ্‌ছিস, ও কিসের তা কি জানিস্‌নে? আমাদের রাধাবিনোদিনী রাইকমলিনী বৃন্দাবন-বিলাসিনী যেখানে, সেই খানেই অপূর্ব্ব শোভা! মনে সদা এই বাসনা যে আমরা যত সখী সর্ব্বক্ষণই যেন রাধার সঙ্গে সঙ্গে থাকি,আর ওঁরই রাতুলচরণের শোভা দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ওঁরই রাঙ্গাপায়ে জীবন বিকাই। তা এখন চল, শ্যামসোহাগিনীকে ল'য়ে আমরা সকলে গৃহে গমন করি; আর এখানে বনের শোভা দর্শনে কাজ নাই।

সখীগণ। হাঁ সখি। চল, সকলে আমরা গৃহে গমন করি।

বৃন্দা। (রাধার প্রতি) ওগো রাইকমলিনি! প্যারিবিনোদিনি! গাত্রোত্থান ক'রে গৃহে গমন কর।

রাধা। চল তবে সকলে গৃহে যাই। (সকলের গাত্রোত্থান এবং বৃন্দার গীত)

গীত।

পিলু—পোস্তা।

চল সব সখী মিলি, ল'য়ে শ্যামসোহাগিনী।
শ্যাম আদরের আদরিণী মোদের কৃষ্ণপ্রেমের পাগলিনী।
আমরা যত সখী, আঁখি ভরিয়ে দেখি, রাই শ্যামপ্রণয়িনী॥

(গান করিতে করিতে রাধার হস্ত ধারণ করিয়া সখীগণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাসমণ্ডলের পার্শ্বস্থ উদ্যান।

(রাখালগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

দেও-বিভাস—লোফা।

শ্রীদাম। আয় আয় ভাই সবে মিলে যাই খেলিতে নূতন খেলা।
সুবল। বনে বনে যাব কত যে খেলিব কুসুম তুলিব যতনে গাঁথিব চিকন মালা।
১ম রাখাল। কত যে খেলিব কত যে তুলিব দোলাইব সবে প্রাণের কালা।
২য় রাখাল। চল চল সবে গোধন লইয়ে গোষ্ঠে যাবার হইল বেলা।
৩য় রাখাল। ভানুর তাপেতে জগত তাপিত কেন গোচারণে করিছ হেলা॥

(গান করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত।

বিভাস মিশ্র—দাদ্‌রা।

আর তোমরা ভেবনা ভাই এই ত আমি এসেছি।
বনে বনে তোমাদের সনে খেল্‌ব মনে করেছি।
চল ধেনু লইয়ে বেণু বাজাইয়ে
সকলে মিলিয়ে খেলি যে যা মনে ভেবেছি॥

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! ভাই সুবল! ভাই রাখালগণ! চল তবে আমরা সকলে গোচারণ ক'রে বনে ভ্রমণ করিগে; আমার আস্‌তে বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে তোমরা ভাব্‌ছিলে,আমিও ভাই! তাই ব্যস্ত হ'য়ে আস্‌ছি।

শ্রীদাম। হাঁ ভাই! তুমি না গেলে রাখালগণ কেউ ত বনে যেতে চায় না।

কৃষ্ণ। হাঁ ভাই! তা আমি জানি, তাইত আমি ব্যস্ত হ'য়ে আস্‌ছি। তবে চল সকলে যাই।

রাখালগণ। হাঁ ভাই চল তবে। (সকলের নৃত্য গীত করিতে করিতে কৃষ্ণকে লইয়া অগ্রসর হওন)

গীত।

দেও ঝিঁঝিট—লোফা।

এস নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া সকলে মিলিয়া এস কাননে যাই।
মোদের রাখালরাজে রাখিয়া মাঝে, গোঠের সাজে সেজে যাই।
কেহ কানুর অঙ্গে অঙ্গ দিব, কেহ সঙ্গে সঙ্গে সদাই ঘুরিব,
যত রাখালগণে হরষিত মনে, লুকোচুরি বনে খেলিয়ে বেড়াই॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বন।

(কৃষ্ণ ও রাখালগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (রাখালগণের প্রতি, বেড়াইতে বেড়াইতে) এস ভাই! এখানে আমরা ক্ষণকাল বিশ্রাম করি। পরে সকলে খেলা ক'র্‌ব এখন।

রাখালগণ। হাঁ ভাই! সেই ভাল, অনেকক্ষণ চল্‌ছি, এখানে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে সকলে আবার খেলা ক'র্‌তে যাব।

(বৃক্ষতলে বেদির উপরে সকলের উপবেশন)

কৃষ্ণ। আহা! শরীরটা স্নিগ্ধ হ'ল এখানে ব'সে। দেখ্‌ছ ভাই! কেমন এখানকার সুমধুর সমীরণ; আহা! এই সুশীতল বায়ু সেবন ক'রে মনপ্রাণ বিমোহিত হ'য়ে গেল। (সহসা বিরজার কুঞ্জেরদিকে দৃষ্টি করিয়া চমকিত ভাবে স্বগত) একি! যার জন্য আমি মনে এত ব্যাকুল হ'তেছিলাম এই যে আমার সম্মুখেই সেই; আমি তাহারই কুঞ্জের কাছে এসে ব'সে আছি যে! আহা! যে যাহা প্রার্থনা করে বিধাতা অবশ্যই তাহার সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। এই দেখ দেখি, আমি যাহার জন্যে মনে অস্থির হ'য়ে রাধার সঙ্গে ছলনা ক'রে চ'লে এসেছি, এমনই বিধাতার দয়া যে আসিতে না আসিতে অমনই আমার হৃদয়বিলাসিনীকে সম্মুখে দেখাইয়া দিলেন। (প্রকাশ্যে) ভাই শ্রীদাম! তোমরা সব রাখালগণকে লইয়া বনে খেলা কর। আমি এই বৃক্ষ-বেদির উপরে ব'সে

ক্ষণকাল বংশীধ্বনি করি; আর তোমরা আনন্দিত মনে সকলে মিলে কেলি কর।

শ্রীদাম। আচ্ছা ভাই কানাই! তবে আমরা সকলেই খেলা করিগে। (রাখালগণের প্রতি) আয় ভাই, আমরা সকলে খেল্‌তে যাই, ভাই কানাই ব'ল্‌ছেন যে তিনি ঐ বেদিতে ব'সে বাঁশী বাজাবেন, আমরা সকলে ঐখানে খেলা ক'র্‌ব।

রাখালগণ। তবে সকলে চল আমরা খেলিগে। (সকলের গাত্রোত্থান; কেহ পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া অপর কাহাকে সাজাইতে লাগিল; কেহ বা বৃক্ষের ডালে দড়ি বাঁধিয়া দোল খাইতে লাগিল। কৃষ্ণের বৃক্ষতলে বসিয়া নয়নভঙ্গী করিয়া বংশীবাদন)

শ্রীদাম। আয় ভাই সুবল! আমরা দুজনে মালা গাঁথি। ঐ ছোট গাছটিতে কত ফুল ফুটেছে, ঐ গুলি তুলে আমরা মালা গাঁথি।

সুবল। হাঁ ভাই বেশ ত; ঐ ফুল তুলে মালা ভাল ক'রে গেঁথে ভাই কানাইয়ের গলায় পরিয়ে দিব।

শ্রীদাম। হাঁ ভাই বেশ ব'লেছিস্। তবে চল ফুল তুলিগে—(পুষ্পচয়ণ করিতে গমন)

প্রথম রাখাল। (দ্বিতীয় রাখালের প্রতি) আয় ভাই, আমরা দুজনে দুলিগে।

দ্বিতীয় রাখাল। আমি দুল্‌ব ও তুমি আমাকে দোলাবে।

প্রথম। না ভাই, তা হবে না; আমি দুল্‌ব তুমি দোলাবে।

দ্বিতীয়। না তা হবে না; তবে আমি খেল্‌ব না।

প্রথম। আচ্ছা ভাই! তবে তুমি একবার দুল্‌বে আমি

দোলাব, আর আমি একবার দুল্‌ব তুমি দোলাবে; কেমন ?

দ্বিতীয়। আচ্ছা ভাই, সে কথা ভাল। তবে এস আমরা দুলিগে।

(উভয়ের দুলিতে গমন)

কৃষ্ণ। (বংশী রাখিয়া) আহা! আমার নয়নরঞ্জিনী কুঞ্জে বসিয়া যেন কুঞ্জ আলো করিয়া রহিয়াছে; ঐ বদনচন্দ্রসুধা পান করিতে কার না ইচ্ছা করে ?

গীত।

সুরঠ—একতালা।

আমার নয়নরঞ্জন হৃদয়েরি ধন হেরিয়া হৃদয় মম জুড়াইল।
যাহারি কারণ বিচলিত মন শূন্য ত্রিভুবন দেখিতেছিল।
এযে আমার সেই আদরিণী ধনি, প্রাণ বিমোহিনী আনন্দের খনি,
চল চল কিবা অঙ্গের লাবণী, রূপরাশি প্রাণে সুধা বরষিল॥

কৃষ্ণ। আহা! আর ত কাছে না গিয়ে থাকৃতে পাচ্ছিনে; ঐ চন্দ্রবদন দর্শন ক'রে আমার হৃদয় একেবারে আনন্দে পুলকিত হ'চ্ছে। আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! এমন মূর্ত্তি ত আমি কখন দেখিনে। বিবজাকে আমি যতবারই দর্শন করি, আমার ততবারই যেন নূতন ব'লে বোধ হয়। আহা! এ বদনচন্দ্র দর্শন ক'র্‌লে গগনচন্দ্রের রূপও মলিন দেখায়। এ রূপ দেখে বোধ হয় বিদ্যুৎও লজ্জায় মেঘের কোলে লুকা'তে যায়। আবার এ বদনে যখন হাস্য করেন তখন দন্তপাঁতি দেখে বোধ হয় যেন কুন্দফুলও মনের ঘৃণায় বনে প্রবেশ করে। এই সুবাহু যুগলে নানা অলঙ্কারে যেন কোটি চন্দ্রের উদয় হ'য়েছে। বক্ষঃস্থল দর্শন ক'রে মনে হয় সুমেরু কাননে অবস্থিতি করিতে-

ছেন, আবার গজেন্দ্রগামিনী যখন গমন করেন তখন বিপুল নিতম্বভার দর্শন ক'রে কোন্ মূঢ় পুরুষ স্থির হয়ে থাকিতে পারে? আমি আর ত উহার নিকটে না গিয়ে থাকিতে পারিতেছি না। তবে একবার রাখালগণকে ব'লে যাই, তা না হ'লে উহারা আবার আমায় না দেখ্তে পেয়ে অস্থির হবে। তবে ওদের ব'লে যাই। আবার ভাব্‌চি প্যারীর কাছে আমি ছলনা ক'রে এসেছি, কি জানি, তিনি যদি আবার এদিকে আসেন তা হলেইত প্রতুল! সেই জন্যে রাখালগণকে ব'লে যাই; আর শ্রীদাম বড় চতুর সখা, উহাকে এখানে প্রহরী রেখে যাই, তাহ'লে আর কোন গোল হবে না; তবে সেই ভাল।

কৃষ্ণ। (রাখালগণের প্রতি) দেখ ভাই, তোমরা এখানে থাক আমি ক্ষণকালের জন্য ঐ কুঞ্জে যাই।

সুবল। আচ্ছা, ভাই কানাই।

কৃষ্ণ। আমার যদি আস্‌তে বিলম্ব হয় তাহ'লে তোমরা ব্যস্ত হইও না।

রাখালগণ। না ভাই কানাই, আমাদের তুমি যখন ব'লে গেলে তখন আর আমরা ব্যাকুল হব কেন?

কৃষ্ণ। কই, আমার চতুর চূড়ামণি সখা শ্রীদাম কই?

শ্রীদাম। কেন ভাই কানাই! এই যে আমি তোমার জন্যে বনফুল তুলে মালা গেঁথেছি, এই দেখ কেমন হ'য়েছে; এই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিলে আরও শোভা হবে। (কৃষ্ণেরগলায় মালা পরাইয়া) আহা ভাই! বকুলের মালা গলায় দিয়ে তোমায় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

কৃষ্ণ। হাঁ ভাই, বেশ বাহার হ'য়েছে। সে এখন যাক্। এখন আমি একটা কথা বলি শোন দেখি, আমি ভাই, কুঞ্জের দিকে একবার ভ্রমণ ক'রে আসি, তুমি এখানে প্রহরী হ'য়ে থাক, আমি যতক্ষণ না আসি ওদিকে যেন কেউ না যায়।

শ্রীদাম। আচ্ছা, ভাই কানাই! তোমার বিনা অনুমতিতে কাহাকেও আমি ওদিকে যেতে দিব না, তুমি নিশ্চিন্ত মনে থাক গে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা ভাই. তবে আমি চল্‌লেম।

(কৃষ্ণের বিরজার কুঞ্জের দিকে বংশী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বিরজার কুঞ্জ।

(গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণের প্রবেশ)

গীত।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

বিধুমুখি! চাঁদবদনি! এবার তোমায় পেয়েছি।
তোমায় আমি খুঁজে খুঁজে পাগলেম প্রায় হ'য়েছি।
তিলেক অদর্শনে তব, শূন্যময় হেরি ভব,
দরশন বিনা আমি জ্যান্তে ম'রে রয়েছি॥

বিরজা। (কৃষ্ণকে কুঞ্জের দ্বারে আসিতে দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক গীত)

গীত।

গৌড়-মল্লার—কাওয়ালী।

এস এস এসহে শ্যাম রসরাজ।
আমার নিকটে এলে, রাগ করেনি প্যারী ত আজ?
প্যারী বুঝি নাহি জানে, তাই তুমি এলে এখানে
নতুবা হানিত তব শিরেতে বিষম বাজ॥

বিরজা। শ্যাম! একি! আজ কি মনে ক'রে আমার নিকট এসেছ? কালশশি! তোমায় দেখে আজ আমি যে কি আনন্দ পেলাম, তা আর ব'লে জানাতে পারি না। এস তবে গৃহের ভিতরে এস, ঐ সিংহাসনে ব'স্‌বে চল।

কৃষ্ণ। হাঁ প্রিয়ে! চল বসিগে। (উভয়ের রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন; বিরজার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! তোমায় না দেখে আমি চতুর্দ্দিক যেন শূন্যপ্রায় দেখেছিলাম; তোমার এই বদনচন্দ্র দর্শন কর্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হ'তে ছিল। এখন এই বিধুবদন দর্শন ক'রে আমার তাপিত-প্রাণ শীতল হ'ল। এখন তৃষিত চাতকের প্রাণে তুমি বারিদান ক'রে শীতল কর।

বিরজা। হৃদয়বল্লভ! আর সিংহাসনে ব'সে কেন? চল, তোমার জন্যে আমি পুষ্পশয্যা প্রস্তুত ক'রেছি, চল তাহাতে উপবেশন ক'র্‌বে। বহুক্ষণ ধ'রে শয্যা প্রস্তুত ক'রেছি, ফুল-গুলি যে সব শুকিয়ে গেল; তুমি ব'স, তাহ'লে আমার ফুল-শয্যা রচনা সার্থক হবে।

কৃষ্ণ। হাঁ ব'স্‌ব বই কি, সেকি প্রিয়ে! তুমি আমার জন্যে এত যত্ন ও পরিশ্রম ক'রে কুসুম শয্যা প্রস্তুত ক'রেছ, আমি ব'স্‌ব

না ত কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) আমরা উভয়ে বসিগে, তা না হলে কুসুমশয্যার অপূর্ব্ব শোভা হবে কেন?

বিরজা। আমার প্রতি তোমার এতদূর ভালবাসাই বটে! তবে চল, উভয়েই বসিগে। (উভয়ের পুষ্পশয্যায় উপবেশন) নাথ! তোমার এই মনভুলান কুলমজান বাঁশী শুনে তিল মাত্র গৃহে থাক্‌তে পারিনে, ইচ্ছা হয় যে সদাই তোমার সঙ্গে থাকি; তখন গুরুজনের ভয় থাকে না, লোকলজ্জার ভয় হয় না। (কৃষ্ণের হস্তধারণ করিয়া)

গীত।

ভীমপলশ্রী—যৎ।

বাঁশরীর স্বরে আমার ভুলিয়াছে মন প্রাণ।
গৃহেতে আর রইতে নারি গেল বুঝি কুল মান॥
হেরে তব মুখশশী, হরষ সাগরে পশি,
আকণ্ঠ ভরিয়ে করি প্রেম-সুধা-রস পান॥
লোক লাজ নাহি মনে, ইচ্ছা থাকি তোমা সনে,
তিলমাত্র অদর্শনে প্রাণ করে আনচান॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! বাস্তবিক আমার প্রতি তোমার এমনি অনুরাগ বটে, তাত আমি সকল জানি. তা এ দাসেরও তোমার প্রতি ঐ প্রকার দৃঢ় অনুরাগ আছে, তাহা নিশ্চয় জানবে। তবে যে তুমি বল "আমার চেয়ে তুমি রাধাকে অধিক ভালবাস", সেটা তোমার বোঝ্‌বার ভুল। (বিরজার চিবুক ধরিয়া গীত)

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি হে তোমায়।
তবে যে বলিছ তুমি ভালবাস শ্রীরাধায়।

শুন প্রিয়ে তোমায় বলি, পুরুষের রীতি সকলি,
যখন যার কাছে থাকে তখন তার মান বাড়ায়॥

বিরজা। ওহে প্রাণকান্ত! তুমি আমায় এতে ভালবাস, তুমি তোমার নিজের প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক ভালবাস, ওমা, তাত জানতুম না! এখন কি আমার কাছে আছ ব'লে নাকি! আবার যখন রাধার কাছে থাক্‌বে তখন আবার তার মান বাড়িয়ে বল্‌বে যে তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না।

গীত।

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

এতো ভাল তুমি আমায় বাস যদি প্রাণ।
ওহে তবে কেন শ্রীরাধার বাড়া'য়েছ মান।
ভেবে দেখ একবার, কোটালী ক'রেছ যার,
তার চেয়ে আমা' পরে হইতে পারে কি টান॥

তা শ্যাম তুমি যা ব'লেছ তা সত্য বটে, পুরুষ এমনি বেইমান জাত বটে। যখন কাছে থাকে তখন তাকে এমনি বাড়ায় বটে, যেন সেই হর্ত্তা, সেই কর্ত্তা, সেই বিধাতা, তার পরে শেষ কালে একবার ফিরেও দেখ্‌বে না।

কৃষ্ণ। সখি! না, না, তা কেন হবে। যখন যার কাছে থাক্‌ব তখন তার মন যোগাব কেন? তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তোমায় না দেখ্‌লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। (বিরজার হস্ত ধারণ করিয়া)

গীত।

টোড়ী—কাওয়ালী।

ওহে তুমি আমার জীবনের জীবন।
হৃদে রেখে চ'খে দেখে সুখী হব সর্ব্বক্ষণ॥

আমি তরু তুমি লতা, আমি শাখা তুমি পাতা,
বারি ছাড়া মীন কভু বাঁচে কি কখন ॥

তা সখি! শুন্‌লে তো এখন তোমায় কত ভালবাসি, তবু তোমাদের মন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। দেখ, নারীর জন্যে পুরুষের কি পর্য্যন্ত না দুর্দ্দশা হয়েছে; দেখ, নারীর জন্য রাবণ নির্ব্বংশ হ'ল! কীচক যে সেও প্রাণে ম'ল! শিব যিনি তিনি যোগী সাজ্‌লেন, আর আমার ত কথাই নেই। আমি তোমাদের জন্যে কখন রাখালী কখন কোটালী ক'রে বেড়াচ্ছি। তবু তোমাদের মন পাচ্ছি না।

বিরজা। তা বেশ, শ্যাম! তোমাদের এমনি সরল অন্তঃকরণই বটে; এমনি যে তোমাদের জন্য স্ত্রীলোকের লজ্জা, ভয়, মান, সম্ভ্রম সকলি গেল। তোমাদের আবার কবে কি গিয়েছে? আর কথা ক'চ্ছ না কেন? আপনাদের গুণ ব্যাখ্যা শুনে লজ্জা হয় না কি?

গীত।

পিলু—ঠুংরী।

আছ কেন বদন ফিরায়ে লাজেতে।
কথা কওনা কেন কিবা দুখেতে ॥
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি তোমার বদন,
(ওমা) একি হেরি লাজে মরি হাসি নাই যে মুখেতে ॥

কৃষ্ণ। (হাস্যবদনে) না, না, সখি! আমি মুখ ফিরায়ে থাক্‌ব কেন? ঐ যে তমাল বৃক্ষে দুটী ময়ুর ময়ুরী মুখমুখী হ'য়ে মনের আনন্দে কেমন ব'সে রয়েছে, তাই ওদের উপর আমার দৃষ্টি প'ড়্‌ল। তাই একদৃষ্টে চেয়ে ওদের আনন্দ-কেলি দেখ্‌ছি।

বিরজা। হাঁ, তা লজ্জায় প'ড়ে এখন আর কি ব'ল্‌বে বল।

কৃষ্ণ। তুমি যা ব'ল্‌বে তাই। আর কি ব'ল্‌ব বল! সকল কথায় তোমাদের জিদ্ বজায় রাখ্‌তে আমাদের তো হবে।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (যাইতে যাইতে) তাই তো এইদিকে যেন কার গানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না? তাই ত ওখানে কাউকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবে কে গান গাইলে? কিন্তু খুব মিষ্টি! কি গাইছে তাকি ছাই বুঝা গেল। তা যাহোক, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি দিকি যদি কাহাকে দেখ্‌তে পাই। (অগ্রসর হইয়া) ওমা! এই দিকে যে কিসের গোলমাল শুনা যাচ্ছে; তবে বুঝি রাখালরাই গান ক'র্‌ছিল। সাম্‌নে যাবনা, এইখানে অন্তরাল হ'তে দেখি, আমাদের রাখালরাজ বনে কি ক'রে গোধন ল'য়ে খেলা ক'র্‌ছেন। (অন্তরাল হইতে দর্শন) কই, আমাদের শ্যামচাঁদ কোথায়? কই, তাহাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনা; তিনি কোথায় গিয়েছেন? ওখানে তো কেবল রাখালগণ খেলা ক'র্‌ছে, তাঁকেতো দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে) কই, এখানে ত তিনি নাই, তবে কোথায় গেলেন? ঐ লতাকুঞ্জের ভিতরে যেন কে ন'ড়্‌ছে, না? দুরহোগ্‌গে ছাই! এখান থেকে আবার ভাল দেখাও যায় না, একটু আগিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে হ'ল। কে যেন একজন মেয়েমানুষেব মতন বোধ হচ্চে; না, আবার এগিয়ে গেলে পাছে দেখ্‌তে পায়; যাহোক্,ঐ গাছের আড়ালে থেকে দেখি, তাহ'লে ওরা আর দেখ্‌তে পাবে না। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ওমা! এই যে আমাদের শ্যামচাঁদ এখানে

বিরজাকে নিয়ে খুব আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌ছেন, আর ওখানে আমাদের রাধাকে ব'লে এসেছেন যে "আমি গোষ্ঠে যাচ্ছি, আমি না গেলে রাখালরা সব গোষ্ঠে যাবে না।" তা বেশ! বিরজাকে ল'য়ে এখানে খুব গোচারণ ক'র্‌ছেন! তা যাহোক, আমাকে এখানে ক্ষণকাল থেকে এদের রঙ্গখানা দেখ্‌তে হবে, পরে প্যারীকে গিয়ে সব ব'ল্‌ব এখন। (দর্শন করিয়া) হাঁ, এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওমা! বিরজা ছুঁড়ি করে কি! এমন পুরুষের গায়ে পড়া মেয়েমানুষ তো আমি কখন দেখিনে, আমাদের শ্যামকে যেন পাকাকলা পেয়ে একেবারে গিলে ফেলেছে। ওমা! বস্‌বার রকম খানা একবার দেখ দেখি! একবারে যেন ঘাড়ের উপরে চ'ড়ে ব'স্‌তে চায়! বা! বা! ধন্যি যাহোক মেয়ে কিন্তু! আবার আমাদের শ্যামের আদর দেখ দেখি; আহ্লাদে গ'লে গেছেন যেন! আবার দাড়ি ধ'রে কত আদর করা হ'চ্চে, তাতে ওর আর আহ্লাদ বাড়্‌বে না? দূর হোগ্‌গে, ওসব তো আর দেখা যায় না, দেখে যেন গা জ্বলে যাচ্ছে। যাই, প্যারীকে ব'লে তাকে একবার শীঘ্র সঙ্গে ক'রে এনে দেখাই, তা হ'লেই মজা হবে, আর তা'হলে উঁহাদের আমোদ এখনি বেরিয়ে যাবে।

গীত।

সোহিনী-বসন্ত—দাদ্‌রা।

ললিতা। আদরে আদরে অধরে অধরে, কত যে খেলিছে হাসি।
কিবা নিরজনে রয়েছে দুজনে সুখের সাগরে ভাসি।
দেখে রাগে জ্বলে মরি, আমি প্যারীর সহচরী,
(তাঁরে) না জানায়ে কি থাক্‌তে পারি:—

(তিনি) নিজেই দেখিয়া, যাবেন বুঝিয়া,
এদের কেমন ভালবাসাবাসি ॥

তবে যাই এই খবরটা দিইগে, তাহ'লে তিনি অমনি আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে দৌড়ে আস্‌বেন। এখন যাই শীঘ্র ক'রে, আর দেরী ক'র্‌ব না।

(ললিতার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জ।

(রাধার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতা হইয়া সখীগণ উপবিষ্টা,
ললিতার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

সুরঠ—কাওয়ালী।

কাছে এসে শুনলো কিশোরী।
বিরজা লইয়ে আজি যা করিছেন শ্রীহরি,
সে কথা কহিতে আমি লাজে যে মরি।
ক'ইতে গেলে সে সব কথা
প্রাণে বড় পাবে ব্যথা
(তিনি) বিরজার বঁধু এবে তব প্রেম পরিহরি॥

রাধা। (বৃন্দার প্রতি) সখি! ও কি বলে? ওর ত আমি কথার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তুমি একবার ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

বৃন্দা। বলি ওলো ললিতে! এখন খুবত গান ধ'রেছিস্‌; তা যাহোক, তুমি যে একজন বেশ গাইয়ে হ'য়েছ আমরা তা অনেক দিন জানি, তুমি খুব কথায় কথায় গান গাইতে পার, তা এখন গান রেখে ভাল ক'রে বল দেখি শুনি, কি হয়েছে।

ললিতা। ওলো, যা দেখে এলেম তার আর কি ব'লুব, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ বিরজার সঙ্গে যা ক'র্‌ছেন সে কথা আর তোদের ভাই কি ব'লুব। তার দাড়ি ধ'রে কত যে আদর ক'র্‌ছেন তাই না দেখে আমার ভাই রাগে গা জ্বলে গেল, আর সেখানে দাঁড়াতে পার্‌লেম না ভাই, তাই তাড়াতাড়ি রাইকে ব'ল্‌তে এলেম, বলি তিনি গিয়ে দেখে যা হয় উচিত সাজা দিন।

বৃন্দা। বটে! তার এতদূর স্পর্দ্ধা! আমাদের রাইকে এদিকে ব'লে গেলেন যে "আমি গোচারণে যাচ্ছি, আমি না গেলে রাখালরা সব যাবেনা" তাই বুঝি তার বিরজাকে ল'য়ে গোচারণ করা হচ্ছে!

রাধা। হাঁ সখি ললিতে! তুমি কি দেখে এলে? শ্যাম আমার কি ক'র্‌ছেন? তুমি সত্য ক'রে বল।

ললিতা। সখি! আমি যা দেখে এসেছি তাই ঠিক সব ব'ল্‌ছি, মিথ্যা কিছুই নাই।

গীত।

ভূপ-বিভাস—দাদ্‌রা।

দেখে এলেম যা, কইতে গেলে লাজে মরি ব'লব কি তা আর।
বিরজার সঙ্গেতে হরি, ব'সে আছেন গলা ধরি', ছি! ছি! আমি
ঘৃণায় মরি, ব্যবহার দেখে তার।
দে'খবে যদি চল প্যারি! কচ্ছে কি সেই বংশীধারী,
তোমার কৃষ্ণ নয় তো এবে সে যে বিরজার।

বৃন্দা। না:—এর জ্বালায় আর বাঁচি না।

বিশাখা। তুই যে খুব গাইয়ে হ'য়েছিস ব'লে কি সকল কথায়

গান ক'র্‌তে হয়? কথা ক'য়ে বল্লে কি হয় না? অমনি সুর ক'রে গেয়ে ব'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লে?

গতা। তা ভাই বিশেষ ক'রে না বল্লে যে উনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন না; এমনিইত ব'ল্‌ছেন যে "তুমি সব ভাল ক'রে দেখেছ ত?" তাই আমি সব খুলে বল্লেম, তা এখন উনি যা হয় করুন।

বৃন্দা। তা সুর ক'রে না ব'লে অম্‌নি ব'ল্লে বুঝি আর বুঝ্‌তে পার্‌তেন না?

ললিতা। তা ভাই না হয় গেয়েই ব'লেছি, তার আর দোষ হ'য়েছে কি?

বিশাখা। ওলো, না না; তুমি বেশ ক'রেছ, গেয়েছ; ও আমাদের বৃন্দার কথা তুমি শুনোনা।

রাধা। (ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) শ্যামের এই কাজ! আমার কাছে ছলনা ক'রে গেলেন, বল্লেন কিনা গোচারণে যাচ্ছি; তার ভিতরে যে এত কপটতা, তাত আমি জান্‌তেম না। সখি! তুমি আমাকে যে এসব কথা ব'ল্‌লে যদি শীঘ্র আমাকে দেখাতে পার তবে জান্‌ব তোমার কথা সত্য। যদি সত্য সত্যই দেখে এসে থাক, তবে আমাকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে চল। দেখ্‌ব সেই লম্পট কেমন একজন গোপীর সঙ্গে আমোদে বিভোর হ'য়ে আছেন, তার সকল রসরঙ্গ আজ ভাঙ্গ্‌ব, আর দুজনকেই যথোচিত শাস্তি দেব। আমি শাস্তি দিলে তাহাতে বাধা দেয় এমন সাধ্য কার আছে? আমি এখনি তার বঞ্চনার প্রতিফল দিব, কে রক্ষ করে তাই দেখি।

ললিতা। (সভয়ে যোড় হাত করিয়া) প্যারি! বিরজার সঙ্গে যেখানে শ্যাম বিহার ক'র্‌ছেন শীঘ্র চল আমি দেখিয়ে দেব।

রাধা। (সখীগণের প্রতি) চল চল শীঘ্র চল, তোমরা সকলেই চল; বিরজার সঙ্গে নাগরের রসকেলি দেখ্‌বে, আর আমি তাদের কি লাঞ্ছনা করি তাও দেখ্‌তে পাবে।

বৃন্দা। প্যারি! অত উতলা হবার তো কোন কারণ নাই, আপনি যখন যা মনে করেন তাই ক'র্‌তে পারেন, তখন এত ক্রোধান্বিত হবার আবশ্যকতা কি?

রাধা। (ক্রন্দনচ্ছলে) সখি! সখি! তাতো সত্য, তবু যে কেমন রাগ হয় তা ব'ল্‌তে পারিনে; তার স্পর্দ্ধা দেখ দেখি, আমার প্রাণবল্লভকে লয় সাধ্য কার আছে? তা পাপিষ্ঠা বিরজার সাহসকে ধন্য বলি, সে নির্জ্জনে আমার প্রাণনাথকে ল'য়ে স্বচ্ছন্দে বিলাস ক'র্‌ছে, তার কি মনের মধ্যে একটুও ভয় হ'ল না। আজ দুই জনকেই সমুচিত শাস্তি দেব; ভাগ্যে যা হয় হবে। নিশ্চয়ই এর প্রতিবিধান ক'র্‌ব। লম্পটের কুটিল স্বভাব, তাত কোন কালেই যাবে না, তার মুখে সুধা অন্তরে বিষম গরল; দুই জনার যা ক'র্‌ব আজ স্বচক্ষেই তোমরা দেখ্‌তে পাবে। এখন সকলে চল।

বৃন্দা। প্যারি! চল চল; আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। (ললিতার প্রতি) ওলো! কোন্ খানে আমাদের শ্যামচাঁদ প্রেমে বিভোর হ'য়েছেন দেখাবে চল।

ললিতা। শীঘ্র চল; তোমাদের যা দেখ্‌তে বাসনা তা আমি এখনি দেখাব; সেই কেলিগৃহে বিরজার সঙ্গে কালাচাঁদ বিহার ক'র্‌ছেন, বর্ত্তমান তাহা দেখ্‌তে পাবে।

রাধা। সখি বৃন্দে! তুমি শীঘ্র আমার যান আন্‌তে বল। আমি তাতে আরোহণ ক'রে সেই লম্পটের আচরণ দেখ্‌তে যাব।

বৃন্দা। আচ্ছা প্যারি! আমি তোমার রথ এখনি আনয়ন করাচ্ছি। (বিশাখার প্রতি) ওলো বিশাখে! তুমি এক-বার শীঘ্র ক'রে যাও দেখি, প্যারীর রথ সজ্জিত করিয়ে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এস ; যেন বিলম্ব না হয়।

বিশাখা। আচ্ছা বৃন্দে! আমি রথ সজ্জা ক'রে ল'য়ে আস্‌ছি। এই এলেম বলে। (প্রস্থান)

রাধা। কই, সখি! বিশাখা ত এখনও এলোনা, সে ব'লে গেল যে "আমি যাব কি আর আস্‌ব।" তবে এত বিলম্ব হবার কারণ কি? তবে না হয় অন্য একজন সখীকে পাঠাও।

বৃন্দা। না, সখি! অত উতলা হ'তে হবে না। সে এখনি এল ব'লে, অন্য একজনকে পাঠাতে হবে না।

চিত্রা। ঐ যে সখি! বিশাখা ঐ রথ ল'য়ে আস্‌ছে।

বৃন্দা। আমিত বল্লেম যে প্যারি! বিশাখা যখন গেছে সে এখনি এল ব'লে।

(বিশাখার সারথি সহ রথসমভিব্যাহারে প্রবেশ)

বিশাখা। এই লও সখি! এই রথ এসেছে।

বৃন্দা। তবে প্যারি! এইত রথ এসেছে এখন তবে চলুন।

রাধা। হাঁ সখি! তোমরা সকলেই আমার সঙ্গে চল, তোমরাও বিরজার ব্যবহারটা দেখ্‌বে।

বিশাখা। হাঁ প্যারি! বিরজার আমোদটা সকলকেই দেখ্‌তে হবে বৈকি? তবে আপনি আগে রথে ব'সুন তারপরে আমরা সকলেই ব'স্‌ব।

বৃন্দা। ওমা! আমরা সকলে যাবনাত কি! বিরজাকে ল'য়ে

আমাদের কেলেসোনা কি আমোদ প্রমোদটা ক'চ্ছেন তা দেখে চক্ষুটা আমাদের সফল ক'র্‌ব না? আয়লো আয়, সবাই আমাদের রাধার সঙ্গে যাবি আয়। (রাধার প্রতি) প্যারি! তবে রথে উঠুন।

রাধা। হাঁ সখি! এই রথে আমি উঠি। (রথে উপবেশন এবং সখীগণের প্রতি) সখীগণ! তবে এবারে তোমরা সকলেই রথে উঠ।

বৃন্দা। হাঁ প্যারি! এবার আমরা সকলেই উঠ্‌ছি। (সখীগণের প্রতি) ওলো আয়, আমরা সবাই রথে উঠি। (সকলের রথে আরোহণ; সারথির প্রতি) রথ কেলিকুঞ্জের নিকটে ল'য়ে চল।

সারথি। যে আজ্ঞে। (রথ পরিচালন; রথে চড়িয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন।

(রাখালগণের প্রহরীভাবে ভ্রমণ; দ্বারে শ্রীদামের বেত্র হস্তে উপবেশন; রাধার রথ নিকুঞ্জের নিকট অগ্রসর হওন; রথের শব্দ শ্রবণে চমকিতভাবে রাখালগণের দৃষ্টি)

রাখালগণ। ভাই সুবল! দেখ, এইদিকে একখানা যেন রথের

মত কি আস্‌ছে, না? আমরা শব্দ শুনে দেখ্‌তে গেলেম, তা দূর থেকে দেখে মনে হ'ল এইদিকে যেন একখানা রথ আস্‌ছে; ক্রমেই যে নিকটে এসে প'ড়্‌ল।

সুবল। (দর্শন করিয়া) তাইত, এযে দেখ্‌ছি রাধা সখীগণ সঙ্গে ক'রে এসেছেন; বোধ হয় জান্‌তে পেরেছেন যে আমাদের কানাই এই কেলিকুঞ্জে কেলি ক'র্‌ছেন। বোধ হয় কে ব'লে দিয়েছে, তাই উনি সখীদের সঙ্গে ক'রে তাঁকে ধ'র্‌তে এসেছেন।

১ম রাখাল। হাঁ ভাই, আমি যেন ঐ বনের ধার দিয়ে একজন মেয়েমানুষের মতন যেতে দেখেছিলাম।

২য় রাখাল। হাঁ হাঁ, আমিও যেন ভাই কার গানের মতন শব্দ শুনেছিলাম।

৩য় রাখাল। তবে বোধ হয় ভাই! কেউ আড়াল থেকে দেখ্‌তে এসেছিল।

৪র্থ রাখাল। আমরাত ভাই! অন্য মনে বনে সকলে খেলা ক'র্‌ছি, আমরাত অত দেখি নে। কেহ হয়ত এসে দেখে গিয়ে রাইকে ব'লেছে, তাই উনি সব সখী সঙ্গে ধ'র্‌ব ব'লে এসেছেন।

সুবল। তা হ'তে পারে। তা যা হোক্, আমাদের যে মুরুব্বি তার কাছে যাই চল; এই সকল কথা তাঁকে বলিগে, তিনি বিবেচনা ক'রে যা ব'ল্‌বেন তাই করা যাবে। চল ভাই! সকলে মিলে তবে শ্রীদামের নিকট গিয়ে এই সব বিবরণ বলা যা'ক্, তিনি শুনে যা ব'ল্‌বেন তাই করা যাবে।

(সকলের শ্রীদামের নিকট গমন ; রাধা ও সখীগণের রথ হইতে অবতরণ করিয়া বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিতি)

রাধা। কই, সখি ললিতে! কোথা হ'তে বিরজার সব রঙ্গ দেখেছিলে, এইবারত এসেছি, আমাদের দেখাও।

ললিতা। হাঁ প্যারি! দেখাব বই কি। আপনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'য়ে এদিকে আসুন, এই বৃক্ষের অন্তরাল হ'তে ঐ লতাকুঞ্জ দেখ্‌তে পাবেন ; এখন উহার ভিতর দিকে চেয়ে দেখুন, ঐ যে দেখা যাচ্ছে, বিরজা ও শ্যাম উভয়েই ব'সে আছেন ; আপনি ভাল ক'রে দেখুন।

সখীগণ। (দৃষ্টি করিয়া) ঐ যে প্যারি! শ্যাম বিরজাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন ক'রে ব'সে আছেন।

রাধা। হাঁ সখি! দেখ্‌তে পেয়েছি। (সকলের নিস্তব্ধ ভাবে দর্শন)

বিরজা। (নিজ কুঞ্জ মধ্যে) শ্যাম! আহা! এমন সুন্দর মালাছড়াটি তোমায় কে গেঁথে দিয়েছে! তোমার গলায় এত বনফুলের মালা র'য়েছে, কিন্তু এমন শোভা তোমার কোন মালাতেই হয়নি।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এ মালা আমার সখা শ্রীদাম যত্ন ক'রে আমার জন্য গেঁথে গলায় প'রিয়ে দিয়েছে। সে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে কিনা, তাই সে যত্ন ক'রে নিজে ফুল তুলে মালা গেঁথে আমাকে প'রিয়ে দিয়েছে। (মালা গলা থেকে খুলিয়া) প্রিয়ে! শ্রীদাম যাকে ভালবাসে তার গলায় দিয়ে সে সুখী

হ'য়েছিল ; আমি আবার যাকে ভালবাসি তার গলায় প'রিয়ে দিয়ে সুখী হই। (মালা হস্তে করিয়া)

গীত।

কালাংড়া—দাদ্‌রা।

এ মালা তোমার গলে দিব মনের বাসনা।
প্রিয় জন অঙ্গে নইলে শোভা হয় কি বল না।
এস প্রিয়ে। তোমার গলে, মালা পরাই কুতূহলে,
দেখ্‌ব সদাই আঁখি ভ'রে আর নয়ন ফিরাব না॥

(বিরজার গলায় মালা অর্পণ)

বিরজা। একি নাথ ! একি ক'র্‌লেন ! আপনার গলা থেকে এ মালা খুলে কেন আমার গলায় দিলেন ? আপনার গলায় এ মালার কতই শোভা দেখাচ্ছিল, আর আমার গলায় দিয়ে যে এর শোভা একেবারে মলিন হ'য়ে গেল।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! তুমি যেমন তোমার গলায় মালার শোভা মলিন দেখ্‌ছ, আর আমার গলায় উজ্জ্বল দেখেছিলে, আমিও তেমনি আমার গলায় মলিন দেখেছিলাম। তোমার গলায় দিয়ে আরও যেন শোভাবৃদ্ধি হ'য়েছে।

বিরজা। নাথ ! আমার প্রতি তোমার এত ভালবাসাই বটে।

(কৃষ্ণের চিবুকে হস্ত দিয়া)

গীত।

কেদারা—একতালা।

এমনি ভালবাস বঁধু জেনেছি তা আমি মনে।
বিচলিত হও যে প্রাণে তিল মাত্র অদর্শনে।

শুন শ্যাম নবঘন, এই মম নিবেদন,
বাঁধা থাকে দাসী যেন চিরদিন ও চরণে॥

ললিতা। (অন্তরালে) কিশোরি! দেখ্‌ছেন ত বিরজার ব্যবহার খানা, শ্যামকে ল'য়ে কি ক'র্‌ছে।

রাধা। হাঁ, এই ক্ষণেক পরে উহার সকল আহ্লাদ বের ক'র্‌ব এখন।

বৃন্দা। না, না, প্যারি! এখন কিছু ব'ল না, আর একটু রঙ্গ দেখনা, তারপরে যা হয় ক'র।

বিশাখা। দেখনা, ওর স্পর্দ্ধাই বা কত! শ্যামই বা আর কত বাড়াবাড়ি করেন তাই দেখা যাক।

(সকলে নিস্তব্ধভাবে দেখিতে লাগিলেন)
(অপর দিকে রাখালগণের শ্রীদামের নিকট গাহিতে গাহিতে গমন)

গীত।

মল্লার মিশ্র—ঠুংরী।

ঠমকে ঠমকে চলি আওত ব্রজনারী মাঝে রহে বৃষভানুসুতা।
রোষই আওত কানু ক হেরইতে অব কক্ষ হোয় যো বিহিতা।
হাম সব ছোড়ি ঘার তুয়া পাশে আওত কহইতে এতহি বারতা।
আলুথালু কেশপাশ হেরই লাগল ত্রাস ক্রত তেঁই ইহ সমায়াতা।
হে সখে। ক্রত তেঁই ইহ সমায়াতা॥

। এ কি! রাখালরা সব গান গেয়ে এদিকে আস্‌চে, না? তাইত, আমার কাছে সব কেন আস্‌ছে।

(রাখালগণের প্রবেশ ও পুনরায় গান)

শ্রীদাম। কি! প্যারী এসেছেন! কোথায়? তাঁরা সব কোথায়?

রাখালগণ। তাঁরা সকলে ঐদিক থেকে আস্‌ছেন দেখে আমরা সকলে তোমায় ব'ল্‌তে এলেম।

শ্রীদাম। আচ্ছা, তোমাদের কোন চিন্তা নাই, তোমরা সকলে নির্ভয়ে বেড়াও গে, আমার এদিকে এলে আমি তখন বুঝ্‌ব। তোমরা কাকেও কিছু ব'ল না। তোমরা যেমন সকলে আমোদ প্রমোদ ক'র্‌ছিলে তেমনি কর্‌গে।

রাখালগণ। আচ্ছা। (প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (কুঞ্জ মধ্যে)

(বিরজার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া এক হস্তে চিবুক ধরিয়া ও অপর হস্তে গণ্ড রাখিয়া)

গীত।

পরজ—মধ্যমান।

জীবন থাকিতে আমি তোমায় কভু না ছাড়িব।
দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে রহিব।
তুমি নবঘন সম, পরাণ চাতক মম,
সুশীতল বারি পানে প্রেম-তৃষা মিটাইব।

রাধা। (দর্শন করিয়া) সখি বৃন্দে! আর ত থা'ক্‌তে পার্‌ছিনা, এইসব দেখে শুনে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে।

বিশাখা। সত্যইত বটে। আমাদেরই দেখে রাগে গা গস্‌গস্‌ ক'র্‌ছে, তা প্যারী কি এ সকল দেখে সহ্য কর্‌তে পারেন?

রাধা। তবে সখি! চল, আর না, এখন একবার উহাদের দুটি প্রাণ এক হওয়া বের ক'রে দিচ্ছি, তবে আমার আর কাজ।

বৃন্দা। আচ্ছা সখি! তবে চল, যাওয়া যাক্‌।

(সকলের গমন এবং পথিমধ্যে রাখালগণের গান শুনিয়া)

বৃন্দা। ওমা! এঁরা আবার এখানে ঘুরে ঘুরে কি গান ক'রে বেড়াচ্ছেন, একবার শোন।

(নেপথ্যে) গীত।

বিভাস—ঝাঁপতাল।

আজ দ্বার কভু না ছাড়িব।
সবাই মিলে আজি মোরা এইস্থানে পাহারা দিব।
কাহাকে আর নাহি ডার, রাখাল রাজার হুকুম জারি,
শ্রীদাম স্বয়ং দ্বারমুখে, আর চৌদিকে মোরা রহিব॥

বৃন্দা। প্যারি! ওখানে রাখালেরা কি গান ক'র্‌ছে শুন্‌ছ?

রাধা। কই না সখি! আমিত শুনি নাই।

বৃন্দা। তা তুমি রেগেই অস্থির হ'য়েছ, তা আর শুন্‌বে কি। ওরা ব'ল্‌ছে যে, আমরা কাকেও ডরাই নে, আমরা রাখালরাজের দ্বারে পাহারা দিচ্ছি।

ললিতা। ওমা, তাই ব'ল্‌চে বুঝি। আমরা এত কিছু বুঝ্‌তে পারিনে; আমাদের বৃন্দার কি কাণ! অম্‌নি শোন্‌বামাত্রই বুঝে নিয়েছে।

বৃন্দা। ওলো, তোদের মতন কি পেয়েছিস্ যে সর্ব্বদাই অন্যমনা হ'য়ে থাক্‌ব? এ তা নয়; যা শুন্‌ব তার ভাব অর্থ সব একেবারে বুঝে নেব, তবে আর কথা।

(সকলে গমন করিতে করিতে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত)

বিশাখা। ওমা, এ যে ভীষণ ব্যাপার দেখ্‌ছি! বহু সংখ্যক গোপ প্রহরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বৃন্দা। প্যারি! দেখেছ কি? দ্বারে যে দ্বারপালগণ র'য়েছে, তাদের দেখেছ কি? লক্ষ গোপ সমবেত হ'য়ে বিরজার ভবনে পাহারা দিচ্ছে; আবার ওদিকে দেখ্‌ছ কৃষ্ণের প্রিয় সহচর শ্রীদাম বেত্র হস্তে আনন্দমনে ব'সে পাহারা দিচ্ছে।

রাধা। (দর্শন করিয়া, ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া) হাঁ, তাই তো; ইনি আবার বেত হাতে ক'রে ব'সে পাহারা দিচ্ছেন। দেখ্‌ছি এ তোদের পাহারা কেমন! (অগ্রসর হইয়া) পাপাত্মগণ! দূরে যাও; ওরে লম্পট-কিঙ্কর! কেমন সে কাণ্ড আমি এখনই তা দেখ্‌ব।

শ্রীদাম। (রাধার ক্রোধযুক্ত বচন শুনিয়া সম্মুখে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান; পরে রাধাকে ক্রোধভরে গমন করিতে দেখিয়া বেত্রহস্তে দ্বারসম্মুখে যাইয়া দুই হস্ত দ্বারে দিয়া পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া) দেবি! কোথায় যান? গৃহ মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে এখন পাবেন না। আমার কথা শুনুন। কৃষ্ণের আজ্ঞা বিনা আপনি গৃহ মধ্যে যেতে পাবেন না। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কেমন ক'রে আপনাকে যেতে দিতে পারি? আপনি মুহুর্ত্তকাল এখানে অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে তাঁর আজ্ঞা ল'য়ে আসি। আমি তাঁহার অনুমতি

ল'য়ে এখানে আস্‌বার পরে আপনি পুরী মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌বেন।

রাধা। (আরক্তলোচনে কম্পিতকলেবরে তর্জ্জনগর্জ্জনসহ কর্কশ স্বরে) পাপাচার লম্পটের সহচর! তুমি পাপের আধার! সত্বর দূরে পালাও। যেমনি শ্রীহরি লম্পট তেমনি তুমিও তাহার সহচর হ'য়েছ। দুষ্ট! তুই পথ ছাড়্; তোর কথায় দাঁড়াব কিসের জন্যে? আমি কৃষ্ণের নিকট যাব; দেখ্‌ব আমি সে কেমন লম্পট; আমি তোমায় ভালয় ভালয় ব'ল্‌ছি, ভাল চাও ত এখনই দ্বার ছাড়।

শ্রীদাম। (যোড়হস্তে মৃদুস্বরে) দেবি! আমার উপর কেন কোপ ক'র্‌ছেন, আমি দাস মাত্র, অনুমতি ভিন্ন কেমন ক'রে দ্বার ছাড়্‌ব? মুহূর্ত্তেক পরে আপনি পুরীর ভিতরে যাবেন।

বৃন্দা। কথাগুলো শোন একবার! তোমার এমন শক্তি কি আছে যে দ্বার রোধ ক'র্‌বে? তুমি কেমন শক্তিশালী তা দেখ্‌তে পাবে। (শ্রীদাম বৃন্দার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বেত্রহস্তে দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিরজার কুঞ্জ।

(কৃষ্ণ ও বিরজা উপবিষ্ট)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে বিরজে! কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে? প্যারীত দ্বারে আসে নি?

বিরজা। না, না, কই, কিসের আবার গোল শুন্‌লে? তোমার মনে সর্ব্বদাই "প্যারী আস্‌ছেন" "প্যারী আস্‌ছেন" এই ভয় হ'চ্চে! তবে কেন প্যারী ছাড়া হ'য়ে এখানে এলে?

কৃষ্ণ। না, না, প্রিয়ে! তা নয়, তা নয়; তবে কি জান, প্যারী যদি আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে এসে দেখেন তাহ'লে একটা মহাপ্রলয় উপস্থিত ক'র্‌বেন, তার চেয়ে আগে সাবধান হওয়াই উচিত নয়? সকল সময়ই সাবধানের বিনাশ নেই।

বিরজা। হাঁ, তা সত্য; তুমি খুব সাবধান হবে, তা হ'লে আর কোন ভয় থাক্‌বে না। শ্যাম! এতই যদি তোমার প্যারীকে ভয়, তবে এখানে এলে কেন? প্যারীর কাছে নির্ভয়ে থাক্‌লেই হ'ত।

গীত।

ভৈরবী—যৎ।

বলি এত যদি ভয় হয় তব শ্রীরাধায়।
তবে কেন বল মোরে রাইয়ের অধিক ভাবি তোমায়।

এত যদি ভয় মনে, তবে কেন হে এখানে,
এবে বুঝিলাম যত ভালবাস তুমি আমায়।
রাই এসেছে শুনি কানে, অস্থির হ'তেছ প্রাণে,
লুকাইবে কোন্ খানে ভেবে দেখ না উপায়॥

বিরজা। নাথ! এত যদি ভয় তাহ'লে এখানে আসাটা তোমার উচিত হয় নি; সর্ব্বদাই যখন তোমার মনে আশঙ্কা হ'চ্চে তখন এসে কাজ ভাল কর নি!

কৃষ্ণ। না প্রিয়ে! আমি কি তোমায় মিথ্যা ব'ল্‌ছি। ঐ শোন, ঠিক যেন শ্রীরাধার কণ্ঠের স্বর শোনা যাচ্চে। (পুনঃ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না, না, ঐ যে শ্রীদামের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। রাধার সঙ্গে হয় তো বচসা ক'র্‌ছে। এখনই ত দুজনে এখানে এসে উপস্থিত হবে, তা হ'লে প্রমাদ ঘ'টে যাবে; তবে আমার এ সময় যাওয়াই উচিত হ'চ্চে প্রিয়ে! তবে আমাকে এখন বিদায় দেও, আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছিনে। তুমি এখানে থাক, আমি চল্লেম।

গীত।

ভৈরবী—আড়্-খেমটা।

আমি চলিলাম এখনে।
রাই বুঝি এসেছেন দ্বারে আমি কোলাহল শুনি শ্রবণে।
রাই মোদের এসে দেখিবে, রক্ষে কিছু না রাখিবে,
উভয়ের প্রমাদ ঘটিবে, সেই ভয় সদা মনে॥

প্রিয়ে! ঐ শোন, ক্রমেই যেন কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হ'চ্চে! বোধ হয় বা তিনি কুঞ্জের কাছাকাছি এসেছেন!

বিরজা। শ্যাম! তবে কি আমাকে নিতান্তই পায়ে ঠেলে চ'লে যাবে? আমি ত কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন দাসীর প্রতি এত নির্দ্দয় হ'চ্চ।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে বিরজা! তুমি মনে কেন দুঃখ ক'র্‌ছ? আমি ত আর তোমার কাছ থেকে একেবারে যাচ্ছিনে, তবে রাধা এসে দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌লে বিষম গণ্ডগোল ক'র্‌বেন, তাই ক্ষণকালের জন্যে তোমার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছি। আবার রাধা চ'লে গেলে শীঘ্রই তোমার কাছে আস্‌ব।

বিরজা। (ক্রন্দনের সহিত) দেখ শ্যাম! দাসীকে যেন ভুলে থেক না; তোমার অদর্শনে আমি তিলমাত্রও প্রাণ ধ'র্‌তে পারি না।

(কৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিয়া রোদনচ্ছলে)

গীত।

যোগিয়া-বিভাস—একতালা।

ওহে কালশশি! কি দোষেতে দোষী
রাধায় ভালবাস্‌তে চাও আমায় ত্যজিতে।
আমি তোমা ভিন্ন নাহি জানি অন্য
তবে কেন তুমি চাওহে চ'লে যেতে।
তুমি আমার নাথ জীবনের জীবন,
জীবন শূন্য হ'লে থাকে কি জীবন,
তবে কেন চ'লে যাওহে আমায় ফেলে
(তব) অদর্শনে প্রাণ নারিব ধ'রিতে॥

কৃষ্ণ। (বিরজার চিবুক ধরিয়া) প্রিয়ে! তোমায় কি আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি? তুমি মনে কিছু কষ্ট ক'রোনা।

(নেপথ্যে সখীগণের গান)

গীত।

মূলতান-মিশ্র—একতালা।

ওমা ছি ছি ছি! লাজে যে মরি মোরা যত কামিনী।
বিরজে! ও ধনি! তুই কেমন ক'রে হ'লি রাধার সতিনী।
অভিলাষী যদি মনে, প্রেম ক'র্‌বি শ্যামের সনে,
তবে রাখিস্ কেন সঙ্গোপনে নিজ কাহিনী॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আর ত আমি থাক্‌তে পাচ্ছিনে, সখীরা কুঞ্জের কাছেই এসেছে, ঐ শোন এখনি তোমায় লক্ষ্য ক'রে গান ক'র্‌ছে; আর সাম্‌নে এসে দুজনকে একসঙ্গে দেখ্‌লে কি আর রক্ষা আছে? তবে আমি চল্লেম।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

বিরজা। তবে আমি আর এখানে একলা থেকে রাধার গঞ্জনা শুন্‌ব কি জন্যে? আমিও তবে যোগ অবলম্বনে দেহত্যাগ করি না কেন? আরত শ্যাম কাছে নেই।

(বিরজার দেহত্যাগ এবং কুঞ্জমধ্যে জলের আবির্ভাব)

(রাধাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

ওলো বল্‌না তুই প্রকাশ ক'রে কোন্ লাজে প্রাণ তারে দিলি।
জানিস্ সেত পরেরি প্রাণ তবে কেন তায় প্রাণ সঁপিলি।
ক'রিলি এ কাজ যখন, তখন মনে কেন না ভাবিলি॥

রাধা। সখি বৃন্দে! শ্যামই বা কোথায়, আর বিরজাই বা কোথায়? কাহাকেও তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। একি! এ যে কুঞ্জ জলে পরিপূর্ণ হ'য়ে রয়েছে!

বৃন্দা। ওমা! তাইত, এ যে দেখ্‌চি সব জলে ভাস্‌ছে; এ আবার কি হ'ল? বিরজা কি তবে ভয়ে নদী হ'য়ে গেল নাকি।

বিশাখা। ওমা! এ যে দেখ্‌ছি ক্রমেই জল বাড়্‌ছে; দেখ্‌ছনা, কোথায় ছিল এখন কোথায় এল?

ললিতা। ওলো, যেমন শ্যামকে ল'য়ে প্রেমের ঢেউ তুলেছিল, এখন আমাদের প্যারীর ভয়ে নদী হ'য়ে তাই জলের ঢেউ দেখাচ্ছে!

রাধা। সখি! জলের আর কি দেখ্‌ব বল; তবে এখন গৃহে গমন করি চল। চতুর্দ্দিক ত জলে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, তবে আর এখানে মিছে জলে দাঁড়িয়ে কি হবে বল।

বৃন্দা। তাইত প্যারি! আপনার ভয়ে যখন গ'লে জল হ'য়েই গেল তখন সেস্থানে আর মিছে থাকা কেন।

বিশাখা। তাইত প্যারি! বৃন্দা যা ব'লছে তা বড় মিথ্যা কথা নয়, আপনার ভয়ে যখন বারি হ'য়ে গেল, তখন আর মিছা-মিছি ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

ললিতা। তাইত; না, না, প্যারি! কেন মিছে জলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে জল বসাচ্ছ? আবার পায়ে জল লাগিয়ে কি একটা অসুখ বাধাবে! একে তোমার শরীর ভাল নয়। চল, চল, গৃহে গমন করা যাক্। মিছামিছি কেন জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা।

চম্পকলতা। আমাদের ললিতা যে এক একটী কথা কয় তাতে কিন্তু বাবু না হেসে থাক্‌বার যো নেই। অমনি আমাদের প্যারীর অসুখ শরীর হ'ল! আবার যখন শ্যামের সঙ্গে বিরজাকে দেখে এল, তখন কত রঙ্গ ক'রে বলা শুনেছিলে ত?

বৃন্দা। উনি ঐ সকল রঙ্গ নিয়েই আছেন বইত নয়, আরতো কোন কাজ নেই।

ললিতা। ভাই, যে কয়দিন বেঁচে থাকি এমনি আমোদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেন ম'র্‌তে পারি। তবু ম'রে গেলেও তোমরা ব'ল্‌বে যে, আহা, মাগি বড় আমুদে ছিল! (রাধার প্রতি) সখি! রাজনন্দিনি! রাধা বিনোদিনি! তবে গৃহে গমন ক'র্‌বেন চলুন।

রাধা। হাঁ সখি! তবে চল যাই। (সখীগণ সহিত প্রস্থান)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

(কুঞ্জের দিকে গমন করিতে গিয়া)

কৃষ্ণ। অ্যাঁ! একি হ'ল! বিরজা কোথায় গেল! চতুর্দ্দিক্

যে জলে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেছে। তবে কি বিরজা আমার নাই। তবে বুঝি জলমগ্ন হ'য়ে গেছে। আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে মনের দুঃখে জলে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছে.নতুবা রাধা এসেছে দেখে ভয়ে গ'লে দ্রব হ'য়ে গেছে। হায়, কি হোল! বিরজা আমার কোথায় গেল! বিরজা বিহনে আমি যে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি। হা সখি বিরজে! হা জীবিতেশ্বরি! তোমা বিনা প্রাণ আমার কণ্ঠাগত হ'ল। জীবন বহির্গত হবার জন্য ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। একবার দেখা .দিয়ে দাসের প্রাণ রাখ, নতুবা জন্মের মত যায়। হায়! হায়! কোথায় গেলে প্রাণের প্রেয়সীকে দেখ্‌তে পাব? (চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ) (তরুগণের প্রতি) হে তরুলতাগণ! তোমরা কি আমার হৃদ্‌পিঞ্জরের প্রিয় পাখী বিরজাকে যেতে দেখেছ? যদি দেখে থাক তো শীঘ্র বল সে কোন্ দিকে উড়ে গেছে। কই! তোমরা যে কিছুই ব'ল্‌ছ না। তবে বুঝি তোমরা আমায় ব'ল্‌বে না! আচ্ছা, নাই বা ব'ল্লে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম ব'লে এতো পরিহাস, যে একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না! আচ্ছা, আর তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি না। এখন একবার ময়ূর-ময়ূরী, শুক-শারী, কোকিলা-কোকিলগণকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, ওরাই বা কি বলে। হে ময়ূর-ময়ূরী-পিকগণ! তোমরা কি আমার হৃদ্‌পিঞ্জর ভগ্ন ক'রে আমার প্রাণের পাখী বিরজাকে এই পথে যেতে দেখেছ? যদি দেখে থাকতো শীঘ্র ব'লে দাও যে, কোন্ দিকে গেলে আমার বিরজাকে পাব; ব'লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। কই! তোমরাও যে কিছু ব'ল্‌ছ না। সময় পেয়ে সকলেই

পরিহাস ক'র্‌তে লাগ্‌লে? দূর্‌ হোক্‌, আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না। তবে এখন আমি ঐ নদীর কিনারায়—"হা প্রিয়ে বিরজে! একবার এসে দেখা দিয়ে দাসের প্রাণ রক্ষা কর, নতুবা এ অধীনের প্রাণ যায়"।—এই ব'লে ডাকি, যদি তাতেও দয়া হ'য়ে দেখা দেয়। (কৃষ্ণের নদীর ধারে বসিয়া শোকচ্ছলে)

গীত।

আসাবরী—যৎ।

কোথায় প্রেয়সী মম, দেখা দাও প্রাণাধার।
নইলে যে প্রাণ যায় আমার।
দেখে তোমায় হ'তে বারি, নয়নে বহিছে বারি,
কেমনে থাকিতে পারি, না হেরে ও মুখ তোমার॥

(কৃষ্ণের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন; ক্ষণে অন্যমনে ও ক্ষণে অচেতন হইয়া) হা প্রিয়ে! তোমার অদর্শনে প্রাণ দগ্ধ হ'চ্ছে, আমার নিকট এসে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ। তীরের নীচে ভ্রমণ ক'র্‌ছি; তোমার নিকটেই ত উপস্থিত আছি। প্রেয়সি! শীঘ্র আমার নিকট এসে দর্শন দিয়ে জীবন রক্ষা কর। তোমা বিহনে প্রাণ যায়। প্রেয়সি! কে আর আমাকে রাখ্‌বে! হে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! হে চারুশীলে! তুমি মূর্ত্তিমতী হ'য়ে এ সময় একবার দর্শন দাও! জল হ'তে গাত্রোত্থান কর। পুরাতন তনু সলিলরূপী হ'ল, এক্ষণে নূতন কায়া ধারণ ক'রে পুনঃ আমাকে দেখা দাও। তোমার রূপ অতি বিচিত্র। পূর্ব্ব রূপ হ'তে নূতন তনুর মনোভাব বৃদ্ধি

হ'বে। হা প্রিয়ে! তোমা বিনা আমি পাগলের প্রায় হ'য়েছি, একবার দেখা দাও, নতুবা আর প্রাণ আমার বাঁচে না।

গীত।

ভীমপলশ্রী—আড়াঠেকা।

আমায় পাগল ক'রে কোথায় গেলে প্রাণাধিক বিরজা আমার।
না হেরে তব চন্দ্রানন, শূন্য হেরি ত্রিভুবন,
দেখা দিয়ে রাখ জীবন :—
নইলে দাসের জীবন বুঝি যায় এবার॥

(ক্রন্দন করিতে করিতে তরঙ্গিণীর কিনারায় উপবেশন)

হা প্রিয়ে! তোমার এ কি দশা ঘ'ট্‌ল! দেখা দিয়ে আমার জীবন বাঁচাও। তোমার জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদাই চঞ্চল। প্রিয়ে! বারেক আমার নিকট এস। তোমার জন্যে আমার হৃদয় সদা সর্ব্বক্ষণ জ্ব'ল্‌ছে। হে বরাননে! আমার প্রতি দয়া কর। আমি তোমায় দিব্য দিচ্ছি যে তুমি শীঘ্র নিজ দেহ ধারণ ক'রে আমার কাছে এস।

(কৃষ্ণের ক্রন্দন শুনিয়া জল হইতে পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক রাধা সদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উত্থান করিতে করিতে বিরজার যোড় হস্তে)

বিরজা। গীত।

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

নাথ! তুমি ভেব না আর এক্ষণে।
এই যে আমি এসেছি হে, তুমি আর দুঃখ ক'রনা মনে॥

তুমি আমায় যে বাসহে ভাল, আমি তা জানি সকল,
আছে দাসী বাঁধা তব ঐ শ্রীচরণে॥

কৃষ্ণ। (বিরজাকে জল হইতে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আনন্দে ব্যস্তভাবে যাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক) প্রিয়ে আমার! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! হৃদয় সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রি আমার! হৃদয় শূন্য ক'রে কোথায় গমন ক'রেছিলে? হে জীবিতেশ্বরি! তোমায় হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমার হৃদয় শীতল হ'ল। তোমায় না দেখে আমি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখ্‌ছিলাম।

(কৃষ্ণ বিরজাকে বক্ষে রাখিয়া চিবুক ধারণ পূর্ব্বক)

গীত।

দেওবিভাস—লোফা।

তোমার লাগিয়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে, হৃদয় দহিল মোর।
ওলো ওলো সখি! জীবন সতত দহিতে লাগিল মোর।
আশা না মিটিল, পিয়াসা রহিল, এ পাপ জীবন না গেল মোর।
কি আর বলিব তোমায়, এ পোড়া পরাণ না গেল মোর।
হিয়ার মাঝারে চিতার আগুন জ্ব'লতে লাগিল মোর।
(জ্বালা নেভেনা, নেভেনা, এই দেখ সখি,
ধিকি ধিকি জ্ব'লতে লাগিল মোর)।
বহু দিন পরে, পাইয়ে তোমারে, পরাণ জুড়াল মোর।
একবার হিয়ার নিধি হিয়ায় মাঝারে এসহে বারেক মোর॥

অয়ি চারুশীলে! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমায় বারিরূপ হ'তে দেখে আমি পাগলের ন্যায় হ'য়ে তোমার কিনারায় কিনারায় উচ্চৈঃস্বরে "হা বিরজে, দেখা দাও! হা বিরজে, দেখা দাও!" ব'লে ক্রন্দন ক'রে বেড়াচ্ছি। তা প্রিয়ে! তুমি

বোধ হয় আমার কাতর ক্রন্দন শুনে যে এসে দেখা দিলে, দিয়ে যে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'র্‌লে, এতে আজ যে আমার কি আনন্দ হ'ল তা এক মুখে প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ছিনা।

বিরজা। নাথ! দাসী চিরদিন ত ঐ চরণে বাঁধা আছে। দাসী ঐ চরণ ছাড়া একমুহূর্ত্ত কোথাও থাক্‌তে পারে না। নাথ! এই দুঃখিনীর প্রার্থনা, দয়া ক'রে যেন চিরদিন ঐ চরণে রাখ্‌বেন।

কৃষ্ণ। (বিরজার হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়ে! তোমাকে অত কাতর হ'য়ে ব'ল্‌তে হবে না, আমার দেহে যতদিন জীবন থাক্‌বে আমি ততদিন তোমা ছাড়া একদিন থাক্‌ব না। প্রিয়ে! আর কি তোমায় ছাড়ি! অনেক দুঃখ পেয়ে তবে তোমায় পেয়েছি। এক্ষণে চল ঐ লতাকুঞ্জে ব'সে একটু বিশ্রাম করি, আর দুটো সুখ দুঃখের কথা ক'য়ে মনটা ঠাণ্ডা করিগে। মনে হয় যেন বহুকাল এক সঙ্গে ব'সে আমোদ প্রমোদ করি নাই।

বিরজা। আচ্ছা, নাথ! তবে তাই চলুন। (সখীগণের প্রতি) দেখ সখীগণ! অনেকদিন আমরা লতাকুঞ্জে যাই নাই; তোমরা গিয়ে বেশ ক'রে লতাকুঞ্জ পরিষ্কার ক'রে রাখগে। আমরা যাচ্ছি।

(নেপথ্যে) সখীগণ, যে আজ্ঞা, সখি!

বিরজা। তবে নাথ! চলুন; ঐ লতাকুঞ্জে বসা যাক্‌।

(উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

(কৃষ্ণ বিরজার মস্তক নিজ অঙ্কে রাখিয়া)

গীত।

বিভাস—কাওয়ালী।

এতো দিন পরে মম সকল আশা পুরিল।
তোমা ধনে কাছে পেয়ে মনের দুঃখ ঘুচিল।
তুমি মম প্রাণের প্রাণ, না পেলে তব সন্ধান.
রহিত কি দেহে প্রাণ, কণ্ঠাগত হ'

(নেপথ্যে বিরজার পুত্রগণের কোলাহল ; কনিষ্ঠ পুত্র ক্রন্দন স্বরে—

কেন ভাই তোমরা আমার সঙ্গে অমন ক'রে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌ছ ?)

বিরজা। শ্যাম! কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে, না? কে যেন কলহ ক'র্‌ছে।

কৃষ্ণ। বনে রাখালগণ গোচারণ ক'র্‌ছে, তাই বোধ হয় পরস্পর খেলা কর্‌তে কর্‌তে ঝগ্‌ড়া লেগেছে। তাই তুমি গোলমাল শুন্‌তে পেয়েছ। ও কিছু না।

বিরজা। নাথ! আমার বারিরূপ হ'তে দেখে তোমার মনে এতদূর কষ্ট হবে তা আমি জান্‌তেম না। নাথ! তোমার কাতর উক্তি শুনে আমি আর থাকৃতে পার্‌লেম না। আবার

তোমার চরণে এসে স্থান নিলাম। তা শ্যাম! তোমার আমার প্রতি এমনি ভাল বাসাই বটে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আমি যে তোমায় কি ভালবাসি তা আর ব'লে কি জানাব! বুক চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতেম যে কি ভাল বাসি!

গীত।

কালাংড়া—পোস্তা।

প্রাণ তোমায় যে ভালবাসি কি জানাব কথায় ব'লে।
দেখাতাম সে ভালবাসা বুক চিরে দেখাবার হ'লে।
বারিময় তুমি হ'লে যখন, শূন্য দেখালে মোরে ত্রিভুবন,
বল কেমনে রহিত মোর জীবন ভাসি' নয়ন জলে॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তুমি বারিরূপা হ'য়ে আমায় যে কি কষ্টই দিলে তা আর কি ব'ল্‌ব। এক্ষণে তোমার চন্দ্রবদন দর্শন ক'রে আমার সকল কষ্ট দূরে গেল। (বিরজাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! তোমার কাছে থাক্‌লে যে আমি কি সুখেই থাকি তা সে কথা আর একমুখে কি ব'ল্‌ব! সখি! তোমাকে অঙ্কে ধারণ ক'রে আমি যেন এইখানে শত স্বর্গসুখ ভোগ করি। বনমাঝে কেউ কোথাও নাই, নির্জ্জনে আমরা দুটীতে কেমন সুখে র'য়েছি। চতুর্দ্দিকে কেমন মধুর সমীরণ ব'চ্ছে; কোকিল, ভ্রমরা-ঝঙ্কার দিচ্ছে। এ সকল শুনে মন কেমন প্রফুল্ল হয় বল দেখি?

গীত।

সিন্ধু—খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আহা কি মলয় মধুর বয়, সইলো। প্রাণ শিউরে উঠে ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়।
পাপিয়া ডাকচে ডালে, কোকিল ডাকে কুহু ব'লে,
দোয়েলেরা মধুর বোলে প্রাণ হ'রিয়ে লয়॥

(বিরজার পুত্রগণের নেপথ্যে কোলাহল এবং ক্রন্দন :—

কনিষ্ঠ পুত্র। কেন ভাই তোমরা সকলে আমায় অমন করচ! আমি এখনি মার কাছে গিয়ে বলিগে। চল দিকি তিনি কি বলেন, তিনি বিচার ক'রে আমাদের যা ব'ল্‌বেন তাই হবে।)

(কনিষ্ঠ পুত্রের গীত গাইতে গাইতে অপর পুত্রগণের সহিত প্রবেশ)

গীত।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

আয় আয় ভাই সকলেতে চল জননী নিকটে যাই।
তিনি কথা শুনে বিচার ক'রে যা ব'ল্‌বেন হবে তাই।
তবে কেন সবে বিলম্ব ক'রিবে, দ্রুতগতি সবে চল যাই;
মা আমাদের সমান বিচার ক'রিয়ে দিবেন ভাই॥

যাই আমি দৌড়ে মার কোলে গিয়ে সকল কথা বলিগে যে, তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'চ্ছ।

২য় পুত্র। যা, তুই আগে গিয়ে মাকে বল্ দিকি, দেখি তোরই

কি হয় আর আমাদেরই বা কি হয়। তাই দেখা যাক্ কে হারে আর কে জেতে।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ সখি! তুমি যে ব'ল্লে কে গোল ক'র্‌ছে, তা সত্য, ঐ দেখ কে গোল ক'র্‌ছে, ঐদিকে সব ছুটে আসছে।

(বিরজার মস্তক অঙ্ক হইতে নামাইয়া উভয়ের গাত্রোত্থান)

বিরজা। (নিজ পুত্রগণকে দেখিয়া) ওমা! ও যে আমারই ছেলেরা এই দিকে আস্‌চে।

কৃষ্ণ। ওরা আবার এখানে কি ক'র্‌তে এল, আমাদের এমন সুখের সময় সুখে ভঙ্গ দিতে।

বিরজা। বুঝি ভা'য়ে ভা'য়ে কলহ ক'রেছে, তাই হয় তো আমার কাছে ব'ল্‌তে এসেছে। (কুঞ্জ হইতে বাহিরে আগমন)

কনিষ্ঠ পুত্র। (দৌড়িয়া আসিয়া) মা! মা! দাদারা সকলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌ছেন।

(বিরজার কোলে উপবেশন)

বিরজা। কেন তোমার দাদারা তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌ছেন?

অপর পুত্রগণ। (নিকটে আসিয়া) না মা, আমরা ওর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রিনি। ও আমাদের নামে তোমার কাছে মিছামিছি ক'রে ব'লেছে।

বিরজা। ছি বাবা! ছোট ভা'য়ের সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে আছে?

অপর পুত্রগণ। না মা, তা আমরা জানি। ও আমাদের ছোট,

ওর সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া করে? ওই আমাদের সব খেলা নষ্ট ক'রে দিয়ে আবার তোমার কাছে আগে ব'ল্‌তে এসেছে, নিজে সাধু হবে ব'লে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আজ বিরজা পুত্রগণকে ল'য়ে মহাব্যস্ত র'য়েছে দেখ্‌ছি। (কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া) রে হতভাগা পুত্রগণ! এখানে কি জন্য এসেছিস? আমাদের এমন সুখের সময় ভঙ্গ ক'র্‌তে? (সক্রোধে) রে পুত্রগণ! আমার কথা শোন্! যেমন আমার সুখের সময় ভঙ্গ দিতে এলি তেমনি তোরা আমার অভিশাপে সাত জনে সাতটী সাগর হ'বি। (কনিষ্ঠের প্রতি) ওরে কনিষ্ঠ! তোরে বলি শোন্; আমার বাক্যেতে তুই হ'বি লবণ সাগর। তুই আগে এসে সুখে বাধা দিলি সেই জন্য তোর জল কোন মানুষেই খাবে না। পাপিষ্ঠের অধম তুই, অতি দুরাচার। আমার কথায় তুই জম্বুদ্বীপে গিয়ে বাস কর্। আর ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, পুষ্কর, শাল্মলি, প্লক্ষ, এই সকল দ্বীপে তোরা এক একজন গিয়ে অবস্থান কর্। লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সাতটী সাগর অবনীতে খ্যাত রহিল। আমার বাক্য কখনই অন্যথা হবে না।

বিরজা। (চমকিত হইয়া) নাথ, এ কি ক'র্‌লেন! এমনি ক'রে কি বালকের উপর ক্রোধে অভিসম্পাত ক'র্‌তে হয়? ওরা এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে ওদের উপরে এমন গুরুতর অভিশাপ ক'র্‌লেন। নাথ! উহাদের উপর ক্রোধ পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমা করুন। (পদধারণ)

কৃষ্ণ। ছি! ছি! দেবি! পা ছাড়। ওঠ, তুমি তো জান যে

আমার কথা লঙ্ঘন হয় না। মুখ থেকে একবার যা বেরিয়ে গিয়েছে তাতো আর ফের্‌বার নয়।

বিরজা। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন) হা পুত্রগণ! তোদের জলরূপ দেখ্‌ব (বিরজার পুত্রগণ কৃষ্ণের অভিসম্পাতে ও মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া সভয়ে মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান ও সকলের করযোড়ে সমস্বরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব)

(স্তব)

বেহাগ-মিশ্র।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে। (১)
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণ কিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে। (২)
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে। (৩)
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে। (৪)

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে। (৫)
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে। (৬)
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে। (৭)
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে। (৮)
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে। (৯)
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে। (১০)

(স্তবান্তে কৃষ্ণের চরণে প্রণিপাত

(করযোড়ে) দেব! অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কৃষ্ণ। দেখ বালকগণ। আমার বাক্য অন্যথা হবার নয়; যা ব'লে ফেলেছি তোমরা এক্ষণে ঐ ভাবেই থাকগে, পরে দেখা যাবে। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বগত)
বিরজা তো এক্ষণে পুত্রগণ লইয়া ব্যস্ত, তবে যাই; এখন দেখি দিকি শ্রীরাধা কি ক'র্‌ছেন।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

বিরজার পুত্রগণ। (কনিষ্ঠের প্রতি) ভাই তোঁর জন্যই ত আমাদের এমন জলরূপী হ'তে হবে।

কনিষ্ঠ। ভাই, তা কি ক'র্‌ব! আমার দোষ কি? পিতা যে আমাদের উপর এতদূর ক্রোধ ক'রে শাপ দেবেন তাতো জানি না।

১ম পুত্র। তুই যদি দৌড়ে মার কাছে না আস্‌তিস্ তাহ'লে তো আর আমাদের এমন হ'ত না। মাতৃশোক ও ভ্রাতৃশোক পেতে হ'ত না।

কনিষ্ঠ। দাদা! আমার দোষ কি? তোমরা সকলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌লে, তাইতে আমি ভয়ে মার কাছে পালিয়ে যেতেছিলাম; তাতে যে এমন হবে তাতো জানি না।

২য় পুত্র। তা যাই হোক্, আমাদের জন্য মার কত কষ্ট দেখ দিকি। মা আমার কেঁদে আকুল হ'চ্ছেন।

৩য় পুত্র। যাই হোক্, চল সকলে, আমরা যাবার সময় মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

৪র্থ পুত্র। তাই ভাই, চল। সকলে মায়ের চরণে প্রণাম ক'রে বিদায় হইগে।

(সকলে বিরজার নিকট গমন)

সকলে। জননি! তবে আমরা মনত্বঃখে ধরণীমণ্ডলে চ'ল্লেম।

বিরজা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাছারে! তোরা এমন হতভাগিনীর উদরে কেন জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি! তাই তোদের এমন কষ্ট পেতে হ'ল। বাছারে! তোদের চন্দ্রবদন না দেখে কেমন ক'রে থাকব! হা বিধে! আমার এমন ত্বধের বাছাদের এত কষ্ট দেখ্‌তে হল!

পুত্রগণ। মাগো! আপনি ত শুন্‌লেন পিতা যে জন্য আমাদের শাপ দিলেন। তবে এক্ষণে আমরা আপনার চরণ হ'তে বিদায় হ'য়ে যাই।

বিরজা। বাছারে! তোদের কোন্ প্রাণে বিদায় দেব! মা হ'য়ে কি সন্তানকে বিদায় দিতে পারে? বাবারে! আয় তোদের সকলকে কোলে ক'রে বদন চুম্বন করি। ত্বঃখিনী মার তাপিত প্রাণ একটু শীতল করি।

(পুত্রগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সকলের বদন চুম্বন)

বাছারে! এই হতভাগিনী জননীর জন্য তোদের এমন দশা হ'ল। (ক্রন্দন)

পুত্রগণ। মা! তবে আমরা চ'ল্লেম। আর তুমি কেঁদো না।

(মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া পুত্রগণের প্রস্থান)

(চ'খের বস্ত্র খুলিয়া পুত্রগণকে না দেখিয়া বিরজার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

বিরজা। হা পুত্রগণ! তোমরা কোথায় গেলে! এই হতভাগিনী ত্বঃখিনী মাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গেলে বাপ!

একবার দেখা দিয়ে আমার এই তাপিত প্রাণ শীতল কর। তোদের না দেখে আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি। (ক্রন্দন)

(ক্ষণপরে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)

কই! শ্যাম কোথায় গেলেন! তাঁকে ত অনেকক্ষণ অবধি দেখি নাই। দেখি কুঞ্জের ভিতর তো ব'সে নাই। (গাত্রোত্থান)

(কুঞ্জের ভিতর যাইয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া)

কই, না! তিনি তবে কোথায় গেলেন? তবে কি রাধার কাছে গেলেন? তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে, পথে ব'সিয়ে এখন রাধার মনোরঞ্জন ক'র্‌তে গেছেন! তাঁর দোষ কি? আমার ভাগ্যের দোষ। (ক্রন্দন)

উদিতচন্দ্র। দেবি! ক্ষান্ত হ'ন, ধৈর্য্য ধরুন! কি ক'র্‌বেন বলুন। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমাদের ইচ্ছায় তো কিছুই হবে না।

পট্টমঞ্জরী। তা ভাই সত্য। মায়ের প্রাণ কি আর তা বোঝে!

বিরজা। সখি! আমি সকলই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি। তবু প্রাণের মাঝে যে কি রকম ক'রে উঠ্‌ছে তা আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

পট্টমঞ্জরী। দেবি! আপনাকে আমরা আর কি ব'লে বুঝাব। আপনি ত সকলই বুঝেন, তবে আপনার মনে আপনি ধৈর্য্য ধারণ না ক'র্‌লে কি কারও কথাতে হয়।

বিরজা। হতভাগিনীর ভাগ্যে সুখ না থাক্‌লে তিনি কি ক'র্‌বেন। আহা! বাছারা আমার কোথায় গেল! তাদের না দেখে প্রাণ যে আমার ফেটে যাচ্ছে। আহা বাপ্‌! একবার

আমায় দেখা দে, আমার কাছে আয়। তোদের এই হতভাগিনী মার কাছে এসে তার তাপিত প্রাণ শীতল কর্। আহা, বাছারে! এমন হতভাগিনী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলি যে তার জন্য তোদের এত কষ্ট পেতে হ'ল।

(সরোদনে গীত)

মালকোষ—একতালা।

আমার দুখের কথা কহিব কারে।
মা হ'য়ে সন্তানের দুখ এত কি সহিতে পারে॥
আমি ব'সে ব'সে আর দেখ্‌ব কত—
বারিরূপ পুত্রগণে হেরে যে প্রাণ বিদরে॥

আহা, বাবারে! তোরা কোথায় রইলি! তোদের দুঃখিনী মাকে দেখা দিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল কর্। জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল! আমি তোমার চরণে এত কি অপরাধ ক'রেছি যে মা হ'য়ে সন্তানের সকল দুঃখ ব'সে ব'সে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। আর কতদিন এমন ক'রে সন্তানের কষ্ট দেখ্‌ব! বিধে! আর না, ঢের হ'য়েছে। এইবার অবসর দাও; দিয়ে চরণে স্থান দাও। (চমকিতভাবে) একি! আমার শরীর এমন ক'চ্ছে কেন! চক্ষে যে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। চতুর্দ্দিক যে অন্ধকার হ'য়ে গেল। হা জগদীশ্বর! এইবার যেন শ্রীচরণে স্থান পাই। (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

পট্টমঞ্জরী। ওমা, একি হোল। সখী যে একেবারে সংজ্ঞা শূন্য।

(ক্রন্দন)

উদিতচন্দ্রা। (নিকটে আসিয়া গাত্রে হস্ত দিয়া নাড়িতে লাগিল) ওমা, একি হোল! সখীর যে আর কিছুমাত্র শরীরে সাড় নাই। তবে বুঝি আমাদের সখী আর জীবিত নাই। হায়! হায়! কি হ'ল! কি হ'ল! (ক্রন্দন)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জ (প্রবেশ দ্বার)।

(রাধাকুঞ্জের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ;
সখীগণ বেত্রহস্তে প্রহরায় নিযুক্ত)

কৃষ্ণ। সখি! দ্বার ছাড়। একবার প্যারীর কাছে যাই।

সুশীলা। কি ব'ল্‌লে শ্যাম! রাইএর কাছে যাবে? আমরা তো ভাই দ্বার ছাড়্‌তে পারি না। রাইএর অনুমতি ভিন্ন কেমন ক'রে যাবে? আমরা তাঁর আজ্ঞা না পেলে দ্বার ছাড়্‌তে পার্‌ব না।

চারুশীলা। ওহে লম্পট! রাধার মানমন্দিরে যাবার অনুমতি নাই। কেন মিছে দাঁড়িয়ে আছ! চলে যাও।

গীত।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শঠ, কপট, লম্পট শ্যাম যাও হে চ'লে।
থাকা হবে না হবে না, রাইএর অনুমতি না হ'লে॥
যাও হে বিরজাকান্ত! বিরজার মন্দিরে
যথায় মনের সুখে তুমি হে ছিলে॥

কৃষ্ণ। সখি! অকারণ তোমরা আমায় কেন দোষী ক'রে

তিরস্কার ক'র্‌ছ? আমি কোন দোষের দোষী নই। তবে যদি তোমরা অকারণ তিরস্কার কর তো কি ক'র্‌ব? আমি তো মনে জানি যে তোমাদের নিকট আমি কোন দোষের দোষী নই।

(সখীর হস্ত ধরিয়া)

গীত।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখি! কেন দোষ তোমরা কর মোরে।
অকারণে ক্রোধ কর কিসেরি তরে॥
কোন দোষে দোষী নই শ্রীরাধা চরণে
অকারণে পদে ঠেলেন কোন্ বিচারে॥
ছাড় সখি! দ্বার মোরে ধরি তব করে
তোমাদের মিনতি করি বলি বারে বারে॥

কৃষ্ণ। সখি! তোমাদের করে ধ'রে ব'ল্‌ছি আমাকে যেতে দাও।

মাধবী। ওহে শ্যাম! প্রেম কি ক'রে ক'র্‌তে হয় আর কি ক'রেই বা রাখ্‌তে হয় তা যদি কিছুই শেখ নি, তবে এমন কাজ কেন ক'র্‌তে গিয়েছিলে, ভাই? আগে ভাল ক'রে শিক্ষা ক'রে তবে এ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে হয়।

শশিকলা। ওলো! চিরকাল বনে বনে যে রাখালী ক'রে বেড়িয়েছে, সে প্রেমের কি ধার ধারে, ভাই? প্রেম যে কি ক'রে রাখ্‌তে হয় তা কেমন ক'রে জান্‌বে? তবে কি ক'রে বনে বনে গরু চরাতে হয় তা বরঞ্চ ওঁকে জিজ্ঞাসা কর;

তা বরং উনি বেশ ব'ল্‌তে পার্‌বেন। কেমন শ্যাম! সত্য ব'ল্‌ছি কি না? এতে কিন্তু ভাই তুমি রাগ ক'র না। উচিত কথা ব'ল্‌ছি তাতে আর রাগ কি?

কৃষ্ণ। সখি! তোমাদের কথায় কি আমি কখন রাগ ক'রে থাকি, না রাগ ক'র্‌তে পারি?

চারুশীলা। তা ভাই শশিকলা যা ব'লেছে সে কথা কিছু মিথ্যা নয়। প্রেম যে কি ক'রে রাখ্‌তে হয় তা যদি জান্‌তে তা হ'লে কি আর এমন ক'রে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ত? (কৃষ্ণের প্রতি) নারীর মান যে কি ক'রে রাখ্‌তে হয় তাতো এখন শেখ নি।

গীত।

দেও-বিভাস—দাদ্‌রা।

বাঁশরী বাজাও, কাননে বেড়াও, গোধন চরাও, তুমি হে বাঁকা।
পীরিতি কেমন, জাননা কখন, নারীর পাশে এবে শেখ হে সখা।
পীরিতি যদ্যপি শিখিতে চাও, আমাদের কাছে শিক্ষা ক'রে যাও,
যে কাজ করেছ, প্রতিফল পেয়েছ, এ মুখ ল'য়ে আর ক'রনা দেখা॥

তা শ্যাম! আগে শেখ তার পর এসে দেখা ক'র। এখন যাও সেই নূতন প্রেয়সীর মন্দিরে, কেন ভাই আর দুঃখ নীরে ভাস!

কৃষ্ণ। সখি! কোথা আবার আমার নূতন স্থান আছে তাতো আমি জানি না। আমি তো রাই ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তবে তোমরা যদি জোর ক'রে বল তা হ'লে আর আমি কি ক'র্‌ব!

সুশীলা। ওহে বাঁকা! যদি হিত চাও তা হ'লে ত্বরায় অন্য স্থানে গমন কর—যেখানে তোমার মন যায়। আমাদের প্যারীর মানমন্দিরে তাঁর অনুমতি ভিন্ন কিছুতেই যেতে পারছ না।

কৃষ্ণ। সখি! আমি তোমাদের প্যারীর কাছে এত কি অপরাধ ক'রেছি যে একবার দ্বারের ভিতরেও যেতে মানা। তবে না হয় তোমরা গিয়ে আমার হ'য়ে তাঁকে দুটো বুঝিয়ে বল।

মাধবী। কেন বল দেখি? তোমার জন্যে আমরা ব'লতে গিয়ে তাঁর কাছে কতকগুলো কটু উত্তর শুনবো? আর কারই বা এ সময় এত শক্তি আছে যে, সে সেই দলিতা ফণিনীর নিকট যায়!

চারুশীলা। ওহে শ্যাম! যাও, স্থানান্তরে যাও। সেথায় যাওয়া হবে না। যে দুর্জ্জয় মান তাঁর হ'য়েছে, কার সাধ্য যে তাহা ভঞ্জন করে! এখনও ব'লছি যে, যাও। এতেও যদি না যাও ত দেখবে যে এর পর উচিত মত সাজা দেব।

কৃষ্ণ। সখি! তোমরা পর্য্যন্ত আমার প্রতি এত বিমুখ, তাতো আমি জানতেম না। তোমরা যে আমাকে কুঞ্জের দ্বারে পর্য্যন্ত দাঁড়াতে দিচ্ছ না। আমি তোমাদের নিকট এত কি গুরুতর অপরাধ ক'রেছি, তাতো জানি না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। বলি ওলো সুশীলা, শশিকলা, মাধবী, চারুশীলা। তোরা কিসের জন্য এত গোলমাল ক'রে বকাবকি ক'চ্ছিস?

শশিকলা। এই যে বৃন্দা এসেছেন; এই বারে উনি যা হয় বিহিত করুন।

চারুশীলা। হাঁ ভাই বৃন্দে! তুমি এসেছ, ভালই হ'ল। শ্যাম ভাই রাধার কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'চ্চেন, তা আমরা ভো ভাই তাঁর অনুমতি না হ'লে যেতে দিতে পারি না। তুমি এখন ভাই যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কর।

বৃন্দা। সে কি লো! তোরা যে আমাকে দেখে অমনি আল্-গোছ হ'য়ে গেলি। রাধার যখন অনুমতি নেই তখন আমিই বা কি ক'রে যেতে দেব!

মাধবী। অঃ ভাই আমরা তোমার কাছে ব'লে খালাস। তুমি ভাই ছাড়্তে হয় ছাড়, আর না ছাড়্তে হয় না ছাড়। আমরা কিন্তু সখি! আর কিছুই জানি না।

বৃন্দা। সে কি লো! তোরা কিছুই জানিস্ না, আর আমি সব জানি!

সুশীলা। সে কি ভাই! তুমি হ'চ্চ আমাদের প্রধান সখী; তুমি রাধার হ'য়ে যা ক'র্‌বে তাই হবে। আমরা কি ভাই আর তা পার্‌ব!

বৃন্দা। ওমা তাইতো! তবে বুঝি তোরা আর কিছু পারিস্ না! আচ্ছা, তবে দেখা যাক্ কতদূর কি ক'র্‌তে পারি।

(কৃষ্ণের নিকটে যাইয়া)

ওমা, এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোরের মতন, দ্বারের এক পাশে!

গীত।

সুরট—কাওয়ালী।

কেহে তুমি নাগর আছ কি দুখে দাঁড়ায়ে।
লতাপাতা হীন যেন শুষ্ক তরু প্রায় হ'য়ে॥

তোমার প্যারী লতা অঙ্গে কই, সঙ্গিনী পল্লব কই,
তোমার এ দশা দেখে বিদরে যে হিয়ে॥

বৃন্দা। বলি শ্যাম! অমন ধারা হ'য়েছ কেন, বল দেখি ভাই? ঝ'ড়ো কাকের মত ছিন্ন ভিন্ন চেহারায় একটি পাশে দাঁড়িয়ে র'য়েছ কেন বল দেখি? এ দেখে যে আমরা ভাই লজ্জায় ম'রে যাই। এ যদি তোমার নূতন প্রণয়িনী শোনে তা হ'লে আর তোমায় রাখ্‌বে? এ ভাই তুমি ভাল কাজ করনি। যাও, যাও, শীঘ্র তার কাছে যাও। সে রাগ ক'র্‌লে আর কি তোমায় আস্ত রাখ্‌বে? ছি ছি! এ কাজ তোমার ভাল হয় নি।

কৃষ্ণ। সখি! অকারণে আমাকে তোমরা তিরস্কার ক'র্‌ছ। আমি তো বৃন্দে! এর কিছুই জানি না। তবে অকারণে কেন তোমরা যেতে দিচ্ছ না, তাত আমি ব'ল্‌তে পারি না।

বৃন্দা। আহা কি আমার সাধু পুরুষ ব'ল্‌ছেন গা! যেন উনি সত্য সত্য কিছুই জানেন না! যার জন্য কেঁদে কেঁদে নদীর ধারে ধারে বেড়িয়েছিলে, সেই নূতন প্রেয়সীর কাছে যাও। রাধা আমাদের পুরাতন হ'য়েছে; তাতে আর কি প্রয়োজন আছে? নূতনে যেমন মন হয়, পুরাতনে কি তেমন মন থাকে? তা যা হোক্ ভাই, তোমার নূতন প্রেয়সী যেথায় আছেন সেই খানে যাও। আমাদের রাইএর কাছে তোমার আসা যাওয়া হবে না।

গীত।

খট— যৎ।

বৃন্দা।—

কোথায় বারিদবরণী ধনী কোথায় গেল সে তোমার।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে কেন কাঁদিতেছ বারে বার॥
যাওহে চলিয়ে তথা, নব প্রণয়িনী যথা,
পুরাতনে কেন বৃথা হবে জ্বালাতন আর॥

বৃন্দা। শ্যাম! মিছে কেন আর পুরাণ পীরিত নূতন ক'রে তুল্‌তে চাও! সেতো ভাই আর হবে না। তা যা হবার হ'য়ে গেছে। এখন তুমি তোমার প্রণয়িনীর কাছে যাও। সেথায় নূতনে নূতনে মিল্‌বে ভাল। কেন মিছে আর এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। হাঁ সখি বৃন্দে! তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কিসের গোলমাল ক'র্‌ছ? আমি তাই শুনে দেখ্‌তে এলাম। (কৃষ্ণকে দেখিয়া) ওমা একি! শ্যাম যে এখানে চোরের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কই হে! তোমার সেই নূতন প্রণয়িনী কোথায়? তাকে ভাই কি ক'রে ছেড়ে এসেছ?

বৃন্দা। ওলো! সেই কথাইত আমি ব'ল্‌ছিলাম।

ললিতা। বলি, তোমার সেই নব প্রণয়িনীর কাছে যাও, আমাদের রাধার পুরাতন প্রেমে আর কাজ কি, ভাই।

কৃষ্ণ। সখি! তুমিও যে এসে ঐ কথাই ব'লতে লাগ্‌লে!

আচ্ছা সখি! তোমরা যে সকলে মিলে ঐ কথাই ব'লছ তা আমি তো এর কিছুই জানিনা।

ললিতা। তা দেখ দিকি ভাই! এই যে চোরের মত একটি পাশে দাঁড়িয়ে আছ, কুঞ্জের মধ্যে যেতে পা'র্‌ছ না, এ দেখে শ্যাম! আমাদের কি লজ্জা হ'চ্চে না?

গীত।

সিন্ধু-পিলু—ঠুংরী।

ছি ছি বাঁকা শ্যাম! এতেও কি লজ্জা হল না।
চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছ যেতে পাচ্ছ না॥
আমরা যত সহচরী, রাই রাজারই আজ্ঞাকারী,
কুঞ্জে প্রবেশিতে তব আছে যে মানা॥

ললিতা। দেখ দিকি ভাই, প্রেম ক'র্‌তে না জান্‌লে এই রকম কষ্ট পেতে হয়। দু নৌকায় কি পা দেওয়া চলে? তা হ'লেই, ভাই, কষ্ট পেতে হয়। যদি দুকুল না রাখ্‌তে পার্‌বে তবে এমন কাজে কেন হাত দিতে গিয়েছিলে? এসব কাজ ক'র্‌তে গেলে ভাল ক'রে শিখ্‌তে হয়, যাতে দুদিক বজায় থাকে।

গীত।

চিত্রা-গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি শ্যাম! শিখ্‌তে চাও।
আগে ভাল ক'রে শিখে যাও॥
যে জন প্রেমেতে পাকা, তার কাছে আগে শেখা,
তা নইলে কেমনে বাঁকা! সবার মন যোগাও॥

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! তবে এখন তুমি যাও। আমাদের রাধার অনুমতি না হ'লে তো আর তুমি যেতে পাবে না। আমরা ভাই তোমাকে কেমন ক'রে দ্বার ছেড়ে দেব!

কৃষ্ণ। সখি বৃন্দে। কেন আর আমাকে কষ্ট দাও? তুমি মনে ক'র্‌লেই সব ক'র্‌তে পার। আমি রাধার চরণে কোন দোষে দোষী নই। তবে তোমরা অকারণে কেন বারে বারে আমাকে দোষী ক'চ্ছ?

গীত।

বেহাগ—কাওয়ালী।

বারে বারে কেন দোষিতেছ আমারে।
রাই ছাড়া অন্য কারে জানিনা আমি অন্তরে॥
রাই মোর আদ্যাশক্তি, রাই পরমা প্রকৃতি,
রাধা মোর গতি মুক্তি, সে বিনা কে নিস্তারে॥
সখি! তোমার ধরি করে, প্রবেশিতে দেহ মোরে,
বারেক সে মুখ হেরি ভাসিব সুখ সাগরে॥

কৃষ্ণ। সখি! তোমার করে ধ'রে ব'ল্‌ছি, একবার আমায় যেতে দাও। আমি রাধার মুখচন্দ্র একবার দর্শন ক'রে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি।

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! আমাকে ব'ল্লে কি হবে, ভাই! আমাদের রাধা মান-গরবিনী, তোমার উপর তাঁর যেরূপ ক্রোধ দেখ্‌ছি তাতে কে তোমায় তাঁর সাম্‌নে নিয়ে যাবে বল?

ললিতা। যে লম্পট, চতুর চূড়ামণি, যে প্রেমে এত

উন্মত্ত যে রমণী দেখ্‌লে আর তার নিস্তার নেই, যতক্ষণে না সে তার কুলমান সব জলাঞ্জলি দেবে ততক্ষণ তার আর রক্ষা নাই; সে যদি মানিনীর মান ভক্তিতে বিভঞ্জন ক'রতে পারে তবেই কামনা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। সখি! তোমরা আমাকে যেতে দাও, তাহ'লে আমি যেমন ক'রে পারি তার মান ভঞ্জন ক'রব! ভক্তিতেই পারি, আর ভিক্ষাতেই পারি, কিম্বা তাঁর চরণ ধ'রেই পারি, যেমন ক'রে হোক্ তাঁর ক্রোধ আমি নিবারণ ক'রব।

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! যদি শ্রীরাধার অভিমান মোচন ক'রতে চাও তবে শ্রীমন্দিরের ভিতর অতি ধীরে ধীরে এস। সে গরবিনী তোমাতেই মানিনী; তুমি ভিন্ন শ্যাম! তার মান কে ভঞ্জন ক'রবে? তবে এস, আমাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে শ্রীমন্দিরের ভিতরে চল।

(কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া সখীগণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জ (অভ্যন্তর)।

(সখীগণবেষ্টিতা রাধা সিংহাসনে উপবিষ্টা ; বৃন্দার গান গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ ও সখীগণের সহিত প্রবেশ)

গীত।

ভৈরোঁ—একতালা।

আও ত চলি নন্দলাল, রাই পাশে কান্থ বৈঠ হে।
গাব সব সখী, আঁখিসে নিরখি, যুগলরূপ তোমা দোঁহে ॥
আও আও মেরা শ্যামরাজ, রাইকান্থ দোঁহে হেরব আজ,
দুহুঁরূপ অব নয়ানে নেহারি, নয়ান মন মোহে ॥

বৃন্দা। শ্যাম! ঐ ভাই আমাদের মানময়ী ব’সে আছেন এইবার তুমি যদি মান ভাঙ্গিয়ে যেতে পার তো যাও।

কৃষ্ণ। কই বৃন্দে! আমার রাধা কই?

গীত।

ভূপ-ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কাঁহা মেরা প্যারী কাঁহা মেরা কিশোরী
কাঁহা মেরা জিয়াকি শ্রীরাধা।
যাঁহা তাঁহা ঢুঁড়ি তুয়া মুখ নহি হেরি
তুঁহু রাই জীবন কি আধা ॥

শূন্য মোরি জিয়া শূন্য মোরি হিয়া
তুঁহু বিনু সব কুছু শূন্য নেহারি :—
রাই রাই বোলি বাঁশরী ফুকরই
ওহি বোলি বাঁশরী সাধা॥

এই যে আমার জীবন সর্ব্বস্ব! আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এস! তোমায় হৃদয়ে ধারণ ক'রে জীবন শীতল করি।

(রাধার সিংহাসনের পাশে উপবেশন করিতে উদ্যত; রাধার ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভূমিতলে উপবেশন)

রাধা। সখি! বল, উনি এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন? ওঁকে এখনি যেতে বল। (কৃষ্ণের প্রতি) আমার মতন এই গোলোকধামে তোমার কত কান্তা আছে; তোমার প্রাণধন সেই বিরজা প্রেয়সী যেখানে সেই খানে যাও। আমার এখানে আপনার আর কিছু প্রয়োজন নাই।

(কৃষ্ণ সভয়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! অকারণে কেন আমার প্রতি ক্রোধ ক'রে দোষারোপ ক'রছ? আমি তো কিছুই জানি না। আমি তো কোন দোষেরই দোষী নই।

রাধা। কিছুই জাননা? যখন তোমার সেই বিরজা মহিষী আমার ভয়ে শরীর ত্যাগ ক'রে জলরূপা হ'য়েছিল, তখন তুমি তার জন্য সেই জলের ধারে ব'সে কত রোদন ক'রেছ, কতবার মূর্চ্ছাগত হ'য়েছ; সে সব কি মনে পড়ে

না? তা যাও, এখন তার কিনারায় মন্দির ক'রে বাস করগে। ওহে পীতবাস! সেও নদী, তুমিও নদ হওগে। নদীনদ দু জনাতে সুখ-সঙ্গ ভালরূপ হবে। স্বজাতি পরমা প্রীতি, শয়নে ভোজনে সবেতেই সুখ। দেব চূড়ামণি হ'য়ে নদীতে প্রেম, এ কথা যে লোকে শুন্‌লে হাস্‌বে? যে তোমাকে বলে তুমি "দেব, সকলের ঈশ্বর," তারা বোধ হয় জানে না যে তুমি এমন লম্পট-শেখর।. তুমি সর্ব্বজীবের আত্মায় বটে, ভগবান, কিন্তু নদীর সঙ্গে প্রেমে কি তোমার অপমান নেই?

(রাধা সক্রোধে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; সখীগণ কেহ চামর ব্যজন, কেহ পিচকারি পুরিয়া সুগন্ধি বারি সেচন, কেহ বা চরণ সেবা করিতে লাগিল)

বিশাখা। দেখ দেখি শ্যাম! তুমি ভাই আমাদের প্যারীর সম্মুখে এসে ক্রোধ বাড়ালে! দেখ দেখি, আমাদের প্যারীকে কতদূর কষ্ট দিলে।

কৃষ্ণ। সখি! আমার তো কোন অপরাধ নেই। শ্রীমতী বিনা দোষে যদি ক্রোধ করেন তাহ'লে আর আমি কি ক'র্‌ব বল? আমি ত ওঁর শ্রীপদে কোন অপরাধে অপরাধী নই। যদি উনি অকারণে দোষী করেন তা হ'লে আমি আর কি ক'র্‌ব?

গীত।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেন মিছে দোষী কর অকারণ।
কোন দোষে দোষী আমি, প্রিয়ে! নহি তো কখন॥

তব পাদপদ্ম বিনা, আর তো কিছু জানিনা,
তবে কেন পদে স্থান না পাবে এই অভাজন ॥

(ক্রন্দন)

প্রিয়ে! দয়া ক'রে এই অভাজনকে পায়ে ঠেল্‌না।

বিশাখা। ওহে শ্যাম! এখন তুমি তো আর আমাদের নও, এখন যার শ্যাম তার কাছে যাও। কেন আর আমাদের প্যারীকে মিছে জ্বালাতন ক'র্‌তে এলে? তোমাকে তো চিরদিন জানা আছে।

গীত।

বিভাস মিশ্র—কাওয়ালী।

ওহে জানি জানি শ্যাম! তোমারে।
যা ক'রেছিলে ব্রজপুরে, ব্রজাঙ্গনার ঘরে ঘরে।
জানি হে তোমায় শঠ, চিরকালই লম্পট,
ব্রজনারীর মাখন চুরি, সে কথা কি মনে পড়ে?
মন চোর প্রাণ চোর, অবশেষে বসন চোর,
সে সব কথা ব'ল্‌তে গেলে, যাই যে লাজে ম'রে ॥

বৃন্দা। ওমা, ও শ্যাম! তুমি বুঝি আর ভাই এখন আমাদের শ্যাম নও, তবে এখন কার শ্যাম হ'য়েছ, ভাই! তাই আমাদের ভাল ক'রে বল না।

গীত।

পিলু—পোস্তা।

আমাদের শ্যাম ছিলে তুমি এখন আবার কার শ্যাম হও হে তবে।
বিরজায় দিবা তোমায় সত্য ক'রে ব'ল্‌তে হবে ॥

শুন বাঁকা তোমায় বলি, একবার প্রেমে বাধে চন্দ্রাবলী,
এখন কি বিরজার প্রেমে বাঁধা আছে বনমালী :—
এসব কথা প্রকাশ ক'রে বল বল শুনি সবে ॥

বৃন্দা। তবে ভাই, যার মন তার কাছে যাও। মিছে আর আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাচ্ছ? যার জিনিষ তার কাছে যাও।

রাধা। সখি বৃন্দে! ওঁকে যেতে বল। কেন মিছে আর আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছেন? আর ওঁর কান্না দেখে মিষ্ট ব'লে কেউ ভোলে না। যার জিনিষ তার কাছে মানে মানে যেতে বল।

বিশাখা। শ্যাম! কেন ভাই মেছোমিছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ? মানে মানে, ভাই, নিজের পথ দেখ। এখন আর এখানে মিছে কেন?

কৃষ্ণ। সখি! তোমরা পর্য্যন্ত কি আমার উপর বিমুখ হ'লে? তবে আর কার কাছে দাঁড়াব? রাধাতো মুখ তুলে চাইলেন না।

রাধা। সখি! কেন আর আমায় মিছে জ্বালাতন করেন? যেতে বল।

গীত।

মুলতান—একতালা।

সখি বলগো উহারে যেতে কেন মিছে আসে জ্বালাতে।
বিরজাকান্ত বিরজার কাছে যেতে বল সহমানেতে ॥
আর আদরেতে কভু না ভুলিব, নয়নের বারি দেখে না গলিব,
লম্পটের ভাব এবার বুঝিব, দয়া কভু আর না হবে হৃদেতে ॥

ওহে বিরজাকান্ত! তোমাকে আমি একান্ত ব'ল্‌ছি যে, তুমি অন্যত্র গমন কর। কি জন্য বল আর আমার প্রাণে যাতনা দাও? তুমি কঠোর, লম্পট, শঠ, নটবর, ধূর্ত্তরাজ, চোর! শীঘ্র আমার নয়নের অন্তরালে যাও। ওহে নদীপতে! তোমার ভদ্রতা সবতো আমি জানি। আমার নিকট হ'তে শীঘ্র যাও।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তবে আমাকে নিতান্তই পায়ে ঠেল্‌লে? আমি কোন দোষের দোষী নই, তবে আমাকে যে কি অপরাধে ত্যাগ ক'র্‌ছ তাতো আমি জানি না। তবে প্যারি! আমি যে রাধা নামে বাঁশরী বাজাই তাতেই বা আমার আর দরকার কি? তুমি যদি আমাকে ত্যাগ ক'র্‌লে তো আর বাঁশীতেই বা আমার কাজ কি?

(রাধার পদে বাঁশী অর্পণ করিতে করিতে)

গীত।

দেও-বিভাস—ঝাঁপ্‌তাল।

যাই গো প্যারি! লও বাঁশরী, যেতে যে আর পা না সরে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী আর না ধ'রিব করে।
তুমি না রাখিলে পরে, কে বল ডাকিবে মোরে,
রাখ প্যারি! নিজ দাসে নিজগুণে দয়া ক'রে॥

(রাধার কাছে বাঁশী দিয়া কৃষ্ণের গাত্রোত্থান, বৃন্দার বাঁশী লইয়া কৃষ্ণের হস্তে প্রদান)

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! বাঁশী ত্যাগ ক'র্‌লে কি আর বাঁচ্‌বে? তাহা হ'লে গোঠে মাঠে কদম্বতলায় কে দিবানিশি "রাধা রাধা" ব'লে সদাসর্ব্বক্ষণ বাঁশী বাজাবে?

কৃষ্ণ। ওহে বৃন্দে! যদি রাধাই আমাকে ত্যাগ ক'র্লেন তবে বাঁশীতে আর আমি কাকে ডাক্‌ব ?

বৃন্দা। ও শ্যাম! আগে কেন ভাই সেটা বোঝোনি ? এখন যেমন কাজ ক'রেছ তেমনি ফল ভুগ্‌বে।

কৃষ্ণ। সখি! আমি তোমার কাছে তো কোন অপরাধ করিনি। তবে তোমরা সকলেই এক হ'য়ে আমাকে যখন দোষী ক'র্ছ তখন আর আমার উপায় কি ? সকলে তোমরা এক হ'য়ে যা বল্‌বে তাইতো হবে। আমার একলার কথাতে তো আর কেউ বিশ্বাস ক'র্‌বে না। (রাধার প্রতি) প্রিয়ে! দাসের প্রতি দয়া কর। আমি তোমার পদে কোন দোষের দোষী নই। তবে অকারণে কেন দোষী কর ? (ক্ষণকাল পরে) প্যারি! যদি দাসকে নিতান্তই ত্যাগ ক'র্লে তবে আমি চ'ল্‌লাম।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

রাধা। সখি বিশাখে! দেখ দিকি, শ্যাম কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন না চ'লে গেছেন।

গীত।

আলাহিয়া—একতালা।

সখি। সে কি চ'লে গেল।
সে যে গো আমার, আমি যে তাহার,
তবে সে কি ফেলে পালাল॥
দেখে আয় তোরা যত সখী মিলি,
বিরজার কাছে গেছে সে কি চলি,

তাহলে এবারে, এ মুখ তাহারে
দেখাব না, দেখা তার বুঝি ফুরাল॥

রাধা। সখি! শ্যাম যদি আবার সেখানে গিয়ে থাকে, তা হ'লে আমার সঙ্গে তার এই শেষ দেখা। তার সে মুখ আর আমি কখন দেখ্‌ব না।

বৃন্দা। সখি! এ যে ভাই তোমার অন্যায় কথা। তিনি এতক্ষণ ধ'রে তোমাকে কত সাধাসাধি ক'র্‌লেন, তা কিছুতেই তোমার ভাই রাগ গেল না; এমন কি, এখানে থাক্‌তে পর্য্যন্তও দিলে না। তবে আর ভাই তার দোষ কি? তবে শ্যাম এখন কোথায় গেছেন সে খোঁজ নেবার তোমার প্রয়োজন কি? তিনি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যান না, তোমার সে খবর নেবার কি দরকার?

রাধা। না সখি! একবার দেখুক না তিনি কোথায় গেছেন। সখি বিশাখে! তুমি একবার দেখ তো শ্যাম এখন কোথায় গেছেন।

বিশাখা। আচ্ছা সখি! আমি যাচ্ছি। দেখি শ্যাম কোথায় আছেন।

(বিশাখার প্রস্থান)

বৃন্দা। তবে প্যারি! আমরাও যাই চলনা। আর এখানে থেকে কি হবে?

রাধা। হাঁ সখি! তবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জের সম্মুখ।

(শ্রীদাম রাধা-কুঞ্জের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, কৃষ্ণকে রাধার নিকট হইতে আসিতে দেখিয়া সম্মুখে যাইয়া)

শ্রীদাম। সখে! কেন ভাই, কি হ'ল? রাধার কাছ থেকে এমন বিমর্ষভাবে ও ম্লানমুখে কেন এলে ভাই? তুমি যখন রাধার কুঞ্জে গেলে, আমি তখন হ'তেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। বলি শ্যাম এলে তাঁকে সব জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব। (কৃষ্ণের হাত ধ'রিয়া) ভাই! কি-হ'ল বল দেখি।

গীত।

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ—একতালা।

রাধা সনে কি হ'ল ভাই বল না।
কিসের লাগিয়া এতই ভাবনা॥
নীলকান্ত মণি আভাহীন যেন,
চন্দ্রবদনে হাসি নাই কেন,
কি হ'ল কিছু তো বুঝা গেল না॥

শ্রীদাম। রাধার সঙ্গে কি হ'ল ভাই তাই ভেঙ্গে বল। তোমার মলিন মুখ দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। তোমার চন্দ্রবদন মলিন দেখা যায় না।

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! কই না! আমার মুখ তো মলিন হয় নাই। তুমি কি জন্য মলিন বদন দেখ্‌ছ তা তো জানি না। তবে

বুঝি রাধার সঙ্গে অনেকক্ষণ অবধি খেলা ব'কেছি তাইতে তুমি আমার মুখ শুকন দেখ্‌চ।

শ্রীদাম। কেন ভাই, রাধার সঙ্গে এত কি ব'কেছ যে তাতে তোমার মুখ এত মলিন হ'য়ে গেল?

কৃষ্ণ। না, এমন কিছু নয়। সেই যে সেদিন আমাকে বিরজার মন্দিরে দেখেছিলেন সেই জন্য অভিমান ক'রেছেন। তাই অনেক রকম ক'রে বুঝাচ্ছিলাম। তা তিনি কিছুতেই বুঝ্‌লেন না। তখন আর কি ক'র্‌ব ভাই, চলে এলেম।

শ্রীদাম। আর তবে সেখানে যেও না। চল, এখন আমরা খেলা করিগে। আহা! তোমার চন্দ্রবদন মলিন হ'য়েছে, কপালের অলকা তিলকা সব ছিন্নভিন্ন হ'য়েছে; এস, আমি তোমাকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই। সাজিয়ে রাখালগণকে ডেকে গোচারণের সাজে তোমাকে মাঝে ক'রে ল'য়ে আমরা সকলে মিলে যাব। এস ভাই কানাই! তোমাকে ভাল ক'রে অলকা তিলকা প'রিয়ে দিয়ে যাই। (চন্দন তুলসী লইয়া কৃষ্ণের চরণে প্রদান)

গীত।

মুলতান—দাদ্‌রা।

আজু কানু হাম সাজাইব, মিলই সবহি রাখাল সনে।
তুলসীসহ চন্দন দেই তুয়া বঙ্কিম চরণে।
আও তো ব্রজচন্দ্রলাল! আও তো মেরা ব্রজদুলাল!
রাখাল সাজে গোধন মাঝে বলসিয়া দিশি গহনে

শ্রীদাম। তবে চল শ্যাম! আমরা মাঠে যাই। রাখালগণকে ডাক্‌ব নাকি?

কৃষ্ণ। না, সখে! এখন আর রাখালগণকে ডেক না। আমি একটু বেড়িয়ে এসে তার পর যাব এখন। (স্বগত) তবে এখন যাই; বিরজা কি কর্‌ছেন একবার দেখে আসি। অনেকক্ষণ তাঁর কাছ থেকে এসেছি। আহা! তাঁর পুত্রগণকে অভিশাপ দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা আছেন। গিয়ে তাঁকে একবার সান্ত্বনা করিগে। (প্রকাশ্যে) ভাই শ্রীদাম! আমি এখন চ'ল্‌লাম। (বিরজার মন্দিরের দিকে গমন)

শ্রীদাম। সখার আমার মনটা এখন বিরজার দিকে গিয়েছে, তাই এখন আর কিছু ভাল লাগ্‌ল না। তা আমি আগে বুঝ্‌তে পারিনি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বিরজার কুঞ্জ।

(বিরজা উপবিষ্টা)

গীত।

টোড়ী-ভৈরবী—মধ্যমান।

ওরে কাছে আয়রে যাদুধন, হেরি তোদের চাঁদবদন,
দেখা দিয়ে মায়ের প্রাণ কররে শীতল।

ওরে তোরা মোর পুত্রগণে, বারিরূপী হ'লি এক্ষণে,
ওরে এ দেখে মায়ের প্রাণ কিসে ধরে বল ॥
ওরে বিধি কি ক'রিলি, ভাগ্যে কোন সুখ না দিলি,
ওরে তা না হ'লে পুত্রগণ বারিরূপী কেন বল ॥

বিরজা। আহা, বাছারা আমার বারিরূপী হ'য়ে কোথায় গেল! হা বিধে! তোর মনে কি এই ছিল? তোর কাছে আমি এত কি অপরাধ ক'রেছি যে আমার সন্তান গুলিকে কেড়ে নিয়ে তাদের বারিরূপী ক'রে দিলি! আর আমি মা হ'য়ে ব'সে ব'সে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। এ দেখে কি তোমার প্রাণে এত সুখ হ'ল? হা বিধে! তোমার চরণ ধ'রে ব'ল্‌ছি, আমার বাছাগণ যেমন ছিল তেমনি তুমি আবার আমার কাছে এনে দাও। আমি তাদের চাঁদমুখ না দেখে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না। ওরে দুঃখিনীর ধন! যাদুমণি! তোদের বিহনে তোদের মায়ের কষ্ট দেখে যা বাপ।

কৃষ্ণ। (অন্তরাল হইতে বিরজার আক্ষেপ শুনিয়া) আহা! প্রেয়সী আমার পুত্রগণের জন্য বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। তখন ক্রোধবশতঃ অভিসম্পাত ক'র্‌লাম। কাজটা ভাল করি নাই। বিরজার মনে কত কষ্ট হ'চ্চে। তা যাই হোক্, এখন বিরজার মন থেকে এ কষ্ট যাতে শীঘ্র যায় আমি তাই ক'রে দিই।

(কৃষ্ণের বিরজার নিকট আগমন)

কৃষ্ণ। একি প্রিয়ে বিরজে! তুমি এখনও সেই পুত্রগণের জন্য শোক ক'র্‌ছ? যা হ'বার তা হ'য়ে গিয়েছে, আর

এখন তা নিয়ে মনে কষ্ট ক'রে বৃথা আপনার শরীর নষ্ট ক'র্‌ছ কেন? (নিকটে যাইয়া বসিয়া বিরজাকে আলিঙ্গন করতঃ চিবুকে হস্ত দিয়া) প্রিয়ে! তোমার ম্লান মুখ দেখে আমার মনে বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। সখি! তুমি হাস্য বদনে প্রিয় সম্ভাষণে আমাকে একবার ডাক। তোমার হাস্য বদন দেখে আমার হৃদয় দয়া ও আনন্দে পরিপূর্ণ হোক।

বিরজা। শ্যাম! কি আর ব'ল্‌ব। পুত্রগণের জন্য আমার প্রাণে বড় কষ্ট হ'চ্ছে। একে পুত্রগণকে হারিয়েছি, তাতে আবার তুমি কাছে নেই। তোমার অদর্শনে প্রাণে বড়ই কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল।

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে! তুমি দুঃখিত মনে ক্রন্দন ক'র্‌ছ? তোমাকে ছেড়ে আমি একদিন কোথাও র'ব না; তোমার নিকট আমি সদা সর্ব্বক্ষণই থাক্‌ব। আমার কথা প্রিয়ে! কখনই অন্যথা হবে না। এই আমি সত্য তোমাকে ব'ল্‌লাম। তবে কেন বৃথা শোকে মগ্ন হ'য়েছ? আমার কথায় শোক সম্বরণ ক'রে একবার হাস্য বদনে কথা ক'য়ে অধীনকে কৃতার্থ কর।

বিরজা। (শোক সম্বরণ করিয়া আনন্দিত মনে) নাথ! আমার প্রতি তোমার এমনি দয়াই বটে। দেখ শ্যাম! তোমার নিকট আমি যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আমার মনে শোক কি দুঃখ কিছুই থাকে না; আমি সদাই আনন্দ সাগরে ভাসি।

কৃষ্ণ। (আনন্দে বিরজার চিবুক ধরিয়া) বিরজে! প্রেয়সি

আমার! তোমার কিছুই ভাবনা নাই। আমি নিত্য নিত্যই তোমার কাছে আস্‌ব। আর রোজ রোজই তোমাকে ল'য়ে বিহার ক'র্‌ব। তুমি আমার রাধার সমান হ'লে। তুমি আমার প্রাণের অধিক, সুখের আধার। অধিক কি ব'ল্‌ব।

বিরজা। নাথ! নিজগুণে দয়া ক'রে এই রকম যেন দাসীকে চিরদিন চরণে রেখ। দাসীর সদাই এই প্রার্থনা।

কৃষ্ণ। তবে প্রিয়ে! আর তুমি কিছু মনে ক'র না। তোমার পুত্রগণ আমার বরে সদাই রক্ষা পাবে; তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। (বিরজার হস্ত ধরিয়া) সখি! আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এখন একবার দেখি রাখালগণ বনে কি ক'র্‌ছে। তাদের একবার দেখে আসি, আবার তোমার কাছে শীঘ্র ফিরে আস্‌ব।

বিরজা। আচ্ছা নাথ! দাসীর প্রতি এইরূপ দয়া যেন থাকে; তাহ'লেই দাসী চরিতার্থ হ'বে।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

বিরজা। তবে আমি এখানে ব'সে আর কি ক'র্‌ব! শ্যাম যতক্ষণ কাছে থাকেন ততক্ষণ সকলই ভুলে যাই; আবার তিনি কাছে না থাক্‌লে সব মনে পড়ে। তবে আর মিছে এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌ব। যাই, যেখানে পুত্রগণ বারিরূপ ধারণ ক'রেছে সেইখানে গিয়ে তাদের একবার দেখিগে। আর না হয় আমিও নদীরূপ ধারণ ক'রে তাদের কাছে থাকিগে। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জের বহির্দ্দেশ।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কই এখানেও তো শ্যাম নেই। আর তো বাবু ঘুর্‌তে পারি না। এই যে নিধুবন, নিকুঞ্জবন, তালবন, তমালবন, ভাণ্ডীর বন, সবই তো দেখে এলেম। আবার শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের ধারে, গিরি গোবর্দ্ধনে, সবই তো দেখে এলেম। কোথাও তো শ্যামকে দেখ্‌তে পেলেম না। আর তো খুঁজ্‌তে পারি না। আবার তাও বলি, আমাদেরই বা কিসের কি? এ সব দেখা যায় না। যতক্ষণ শ্যাম কাছে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁকে যা না তাই বলা, এমন কি কাছে থাকৃতে পর্য্যন্ত দিলেন না। আবার শ্যাম যেই চ'লে গেলেন, অমনি "দেখ, শ্যাম কোথায় গেলেন" ব'লে ব্যস্ত হ'তে লাগ্‌লেন। এখন শ্যাম কোথায় গেছেন আমি কোথায় খুঁজ্‌তে যাব? তা তুমি যে অমন কর, শ্যামকে জাননা যে, তোমার মত তার কত শত রমণী আছে। পুরুষ লম্পট জাত। তারা যখন যেখানে মন ক'র্‌বে তখন তার কাছে যাবে। তা

কি তুমি তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে নাকি? তোমাকে বেশী ভালবেসে মান বাড়িয়েছেন ব'লে কি অতই ক'র্‌তে হয়? কে জানে বাবু, যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমি তো আর ঘুর্‌তে পারি না। যাই, গিয়ে বলি গে যে শ্যামকে কোথাও খুঁজে পেলেম না। (দূরে শ্যামকে দেখিয়া) ওই না শ্যাম আস্‌ছেন? হ্যাঁ, শ্যামই ত বটে। বিরজার কুঞ্জের পাশ দিয়েই তো আস্‌ছেন। আঃ বাঁচা গেল বাবু! এখন প্যারীকে বলিগে যে তোমার শ্যামকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষে দেখ্‌লেন যে বিরজার মন্দিরের পাশ দিয়ে আস্‌ছেন। এই কথাই ভাল; তাই বলিগে।

(প্রস্থান)

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যা হোক্‌, বিরজাকে তো এক রকম ঠাণ্ডা ক'রে এসেছি, এখন একবার রাধাকে ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পার্‌লে তবে হয়। তাঁর যে রকম ক্রোধ দেখ্‌ছি তাতে যে শীঘ্র ঠাণ্ডা ক'র্‌তে পার্‌ব এমন তো বোধ হয় না। দেখি, একবার সেখানে গিয়ে ভাবটা দেখাই যাক্‌। তার পর যা হয় ক'র্‌ব। এখন তবে একবার রাধার কাছে যাই।

(প্রস্থান)

(শ্রীদামের প্রবেশ)

শ্রীদাম। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দ তামাসা দেখ্‌ছি না! কিশোরীর সখী যিনি, তিনি তো আপনার মনে কত

শুনো ব'কে যেন একটা মস্ত বক্তৃতা দিয়ে গেলেন! আবার আমাদের সখাও একটা ছোট খাট রকমের বক্তৃতা ক'রে গেলেন! এবার তিনি রাধার কাছে গেছেন। দেখি, এবার তাঁর মান কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে তবে ভাঙ্গে! আমিও একবার শ্যামের পিছনে পিছনে যাই। দেখা যাক্, রাধা কিরূপ করেন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধা-কুঞ্জ।

(রাধা সখীগণ সহিত উপবিষ্টা)

রাধা। সখি, আমার একি হ'ল! শ্যাম অদর্শনে দেহ যে জ্ব'লে গেল! আর তো সহ্য ক'রতে পারি না; এখন কি করি বল!

গীত

বেহাগ—একতালা।

সখি! এ কি মোর হ'ল।
শ্যাম বিরহে দেহ জ্ব'লে গেল॥
সখি! তব করে ধরি, উপায় কি করি,
বল কিসে হ'ব শীতল॥
কোকিল তমালে ডাকে কুহু করি,
তা শুনিয়ে সখি! আমি প্রাণে মরি,

উহু মরি মরি। সহিতে যে নারি, সখি গো আমায় ধর লো॥
চল সখি। চল দেখি বন মাঝে, কদম্বের মূলে শ্যাম কি বিরাজে,
মনে করি চলি চলিতে না পারি, চলিতে চরণে বিষম বাজিল॥

রাধা। সখি! এখন শ্যামকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ বড়ই অধীর হ'চ্ছে। এখন উপায় কি করি বল।

ললিতা। আহা, সখী আমাদের কত যে রঙ্গ জানেন তা আর ব'ল্‌তে পারি না! যখন শ্যাম কাছে আসেন, তখন আর মানে দেখ্‌তে পান্ না। যতক্ষণ কাছ থেকে না তাড়াবেন ততক্ষণ আর ছাড়্‌বেন না। আবার যখন কাছে না থাকবেন তখন একবারে অদর্শনে অস্থির হ'য়ে পড়েন। আহা! তাঁকে এমনি ক'রে তাড়ালেন যে, এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে দিলেন না। আহা! বেচারা যাবার সময় চক্ষু দুটী ছল্ ছল্ ক'রে চ'লে গেল। যাবার সময় আমাদের কাছে আস্‌তে আস্‌তে ব'লে গেলেন যে, "দেখ সখি! এত ক'রে রাধাকে সাধ্‌লেম তবু আমার প্রতি কিছুতেই তাঁর দয়া হ'ল না।" এই ব'লে কাঁদ কাঁদ মুখে তিনি চ'লে গেলেন।

গীত।

পূরবী-শ্রী—কাওয়ালী।

কত কেঁদে ছিল শ্যাম ব'সে বিরলে।
রাইয়ের দয়া হ'ল না ব'লে॥
ক্ষুণ্ণ মনে অতি ম্লান বদনে,
ভাসা ভাসা আঁখি দুটী ভাসায়ে আঁখি জলে॥

যায় যায় ফিরে চায় পেছু পানে,
রাই যদি পুনঃ ডাকে ভাবি মনে,
নিরাশ হৃদয়ে শেষে গেল যে চ'লে ॥

ললিতা। আহা, সখি! শ্যাম যখন চ'লে যান তখন পেছনে কতবার চাইতে চাইতে গেলেন; ভাব্লেন, আবার যদি রাই আমাকে ডাকেন। আহা! তাঁর সেই কাঁচু মাঁচু মুখ দেখ্লে আবার মায়াও করে। তা তোমার ভাই কি রকম মন তা তো ব'ল্তে পারি না। তাঁর মুখ দেখে একটু দয়া হ'ল না? আমরা কিন্তু ভাই অমন ক'রে তাড়াতে পার্তেম না।

বৃন্দা। ওলো, কোথায় যাবে? এখনি আবার দেখ্বে, এসে হাজির হ'য়েছেন। এই দেখনা, এল ব'লে। (রাধার প্রতি) প্যারি! কেন অস্থির হ'চ্চ? ভাই, তোমার শ্যাম এখনি দেখ্বে এসেছেন; ব্যস্ত হ'য়ো না, স্থির হও।

গীত।

ভূপালী-মিশ্র—কাওয়ালী।

প্যারি! ধৈরয ধর মানিনি!
এখনি আসিবেন তোমার শ্যাম গুণমণি ॥
কেন কেন বিধুমুখি! হও লো কাতর,
ত্বরায় আনিব তব শ্যাম নটবর,
বসাইব তব পাশে মোরা সবে এখনি ॥

বৃন্দা। প্যারি! কেন এত উতলা হ'চ্ছ? এখনি দেখ না তোমার সেই কালশশী এল ব'লে। যাবে কোথা আবার?

ঘুরে ফিরে তোমার কাছে আস্‌তেই হবে। যেখানেই যাক্ না কেন, তোমার শ্যাম তোমারই আছে; তার আর কোন ভুল নেই।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। ওগো রাজনন্দিনি! বিনোদিনি! আমি তো ভাই তোমার শ্যামকে খুঁজ্‌তে আর কোথাও বাকি করি নি। এই শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, বংশীবট, কোথাও আর খুঁজ্‌তে বাকি করি নি। যখন কোথাও না পেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে আস্‌ছি, তখন দেখি না তাঁর সেই বিরজা মহিষীর কুঞ্জের দিক থেকে তিনি আস্‌ছেন। আমি তাই না দেখে একটু গা ঢাকা দিয়ে স'রে দাঁড়ালেম, বলি দেখি কোথায় যান! তা দেখ্‌লেম যে মাঠের দিকে গেলেন। বোধ হয় বনে রাখালদের কাছে গেছেন। কিন্তু আমি যা নাকাল হবার তাই হ'য়েছি। এই সমস্ত জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছি। প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়েছে। আর পা ওথানো তো আর নেই। এখন ভাই আর দাঁড়াতে পারি না, একটু ব'সে পড়ি।

(উপবেশন)

ললিতা। তা অত বাহাদুরি ক'রে ঘোর্‌বার কি দর্‌কার ছিল? একেবারে বিরজার মন্দিরের দিকে সোজা চ'লে গেলেই তো হ'ত? প্যারী তো আর ব'লে দেন নি যে তুমি এই সমস্ত রাজ্যটা ঘুরে দেখে এস। তোমার যদি সখ হয় ঘোর্‌বার তা উনি কি ক'র্‌বেন? দু'এক জায়গায় খুঁজে যখন দেখ্‌তে পেলে না তখন এটাও বুদ্ধিতে এল না যে,

বিরজার মন্দিরটা একবার দেখে যাই? তা হ'লে উভয়কেই সেইখানে দেখ্‌তে পেতে। শ্যাম তখন কি বল্‌তেন তাই শুন্‌তে। যেমন নিজের বুদ্ধি, তেমনি কষ্ট পেলে, এতে আর লোকে কি ক'র্‌বে বল!

বিশাখা। তা আমি তো আর কারও কাছে কিছু বলিনে যে আমার কষ্ট হ'য়েছে; তা লোকের এত কথার দর্‌কার কি? আমি কেমন ক'রে জান্‌ব যে তিনি আবার এখনি বিরজার কাছে যাবেন? এই মাত্র এত কাণ্ড হ'য়ে গেল, এরি মধ্যে যে আবার সেখানে যাবেন, এ কেউ ব'ল্‌তে পারে?

বৃন্দা। কেন ভাই তোরা আর আপনা আপনি মিছে রাগারাগি করিস্? আমাদের কিশোরীর যেন সকল বিষয়েই অধৈর্য্য! কাছে এলেও অভিমান, আবার চ'লে গেলেও ওষ্ঠাগত প্রাণ! তা অত ক'রে খোঁজ্‌বার কিছুই প্রয়োজন ছিল না। সে কি আর কোথাও থাকৃতে পারে? যাবে কোথায়? এই দেখনা এখনি এসে হাজির হয় আর কি!

বিশাখা। সখি বৃন্দে! তা তো ভাই আমরা সব বুঝি, তবে আমাদের কিশোরীর যে সব তাতেই ব্যস্ত; অমন ধারা ক'র্‌লে কি আর কাজ চলে?

তৃতীয় দৃশ্য।

রাধাকুঞ্জের বহির্দ্দেশ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যাই, দেখি একবার, এখন রাধার মান আছে কি গেছে। একবার গিয়ে দেখে আসি, এখন তিনি কি ভাবে আছেন। অনেকক্ষণ হ'ল; এখন বোধ হয় আমার প্রতি আর তাঁর তত অভিমান নেই। তা এখন একবার যাই, দেখি তাঁর ভাবটা কিরূপ। এখনও যদি দেখি যে আমার প্রতি তাঁর ক্রোধ যায়নি, তা হ'লে না হয় পায়ে ধ'রে দেখিগে তাতে যদি তাঁর মান যায়। আমার তো জীবনটাই স্ত্রীলোকের পায়ে ধ'র্‌তে ধ'র্‌তেই কেটে গেল! তা যাই, একবার দেখিগে কিশোরীর ভাব কিরূপ।

(প্রস্থান)

(শ্রীদামের প্রবেশ)

শ্রীদাম। এই তো সব শুন্‌লেম, শ্যামের যা মনের ভাব। উনি আর ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধ'র্‌তে পার্‌লেন না। আবার এখন শ্রীমতীর কাছে চ'ল্লেন। গিয়ে দেখ্‌বেন যে যদি তাঁর মান না গিয়ে থাকে তা হ'লে উনি তাঁর পায় ধ'রে সাধ্‌বেন। কেন? এত কেন? দেখই না সে ক'দিন অমন ধারা ক'রে থাকে? তা নয়, উনি তার পায়ে ধ'রে সাধ্‌তে গেলেন।

তাতে সে বাড়্‌বে না তো কি? এদিকে আবার বলা হ'চ্ছে যে, আমার চিরকালই রমণীর পায়ে ধ'রে সাধ্‌তে সাধ্‌তেই কেটে গেল! তা নারীকে তোমার মত অমন আর কে বাড়াতে পার্‌বে? কাজেই তারা বুঝে মাথায় চ'ড়ে ব'সেছে; এখন নাবান দুষ্কর। তা কাজে কাজেই এখন পায়ে ধ'রে সাধ্‌তে হবে। যাই দেখিগে, সেখানে আবার কি কাণ্ডটা হয়।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও কুঞ্জের দ্বারে দণ্ডায়মান)

বৃন্দা। (কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া) ও মা! এই যে এসে হাজির হ'য়েছেন! ওলো ললিতে! ওলো বিশাখে! তোরা যার জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছিলি, ঐ দেখ্ সে এসে হাজির হ'য়েছে। আমি যা ব'ল্‌ছিলেম তা সত্য কি না দেখ্‌লি? যাবে কোথায় আবার? আমাদের প্যারীর কাছে আস্‌তেই হ'বে এখানে।

ললিতা। ওমা তাই তো! এই যে আবার এসেছেন! তাই যদি জান, যে আমার ওই রাধার চরণ ভিন্ন অন্য গতি নেই, তবে এখান ওখান ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াও কেন?

কৃষ্ণ। সখি! আমি তো রাধা ভিন্ন কিছুই জানিনে; তবে তোমরা অকারণে যদি নানা কথা বল, তা আর আমি কি ক'র্‌ব! আমার কিন্তু কিছুই দোষ নেই। তবে তোমরা দোষী ক'র্‌লে আর আমি কি ক'র্‌তে পারি বল? ভাগ্য মন্দ হ'লে সকলই হয়।

বিশাখা। ভাই, দেখ্‌ছ কি বেহায়া! বারে বারে চ'লে যাচ্ছেন, আবার কেউ ডাকৃচেও না, আপনিই সেধে সেধে আস্‌ছেন। এমন নিঘিন্নে মানুষ আমরা কখন চ'খে দেখিনি।

বৃন্দা। ওলো! তুইও যেমন, ওর আবার লজ্জা আছে! তা থাকৃলে আর এমন ক'রে বারে বারে আস্‌তে পারৃতেন না।

গীত।

সিন্ধু-পিলু—দাদ্‌রা।

বারে বারে আস যাও শ্যাম তবুও লজ্জা হ'ল না।
এমন বেহায়া পুরুষ তো কভু নয়নে যোয়া দেখি না॥
এতেও যদি শিক্ষা না হয়, তবে আর কিসে হবে বল না?
আমরা নারী লাজে যে মরি, তোমায় দেখে ঘৃণায় বাঁচি না॥

বৃন্দা। শ্যাম! ধিক্ তোমাকে! একটু কি লজ্জার লেশ মাত্র নেই! আমরা হ'লে কিন্তু ভাই এমন ক'রে আস্‌তে পারৃতেম না।

কৃষ্ণ। সখি! তোমাদের কাছে কি আমার ভাই আর লজ্জা আছে? লজ্জা থাকৃলে বারবার আস্‌বই বা কেন? তবে অকারণে বিনা দোষে এক জনকে যে দোষী করা, এও তো উচিত নয়। তা সখি! তোমরা সবাই যদি অমন ক'রৃতে লাগ্‌লে তা হ'লে আমার প্রতি রাইয়ের দয়া আর কিছুতেই হবে না! তোমরা বরং আমার হ'য়ে রাইকে দুটো বুঝিয়ে বল, তা না হ'য়ে তোমরা পর্য্যন্ত যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'লে তবে আর আমি কার কাছে যাব বল?

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! আমরা ভাই তোমাকে কিছুই বলি নাই, তুমি ভাই স্বচ্ছন্দে তোমার রাধার মান ভাঙ্গিয়ে তার কাছে যাও। আমাদের তাই সদাই ইচ্ছা। তা যাও, ঐ তোমার মানময়ী কমলিনী মানে মগনা হ'য়ে কুঞ্জের ভিতর ব'সে

আছেন। তুমি গিয়ে তাঁর মান ভঞ্জন ক'রে কাছে ব'সগে। আমাদের নয়ন সফল করি। যাও, এগিয়ে যাও।

কৃষ্ণ। হাঁ সখি! যাই। দেখি রাইএর দয়া আমার প্রতি হয় কি না। (রাধার নিকট গমন করিয়া যোড় হস্তে) প্যারি! দয়া ক'রে কৃপাদৃষ্টি কর; তা হ'লে এ অধীন চরিতার্থ হয়। কেন বিনা দোষে দাসকে দোষী কর? দয়া ক'রে এ অধীনকে চরণে রাখ।

গীত।

পরজ—একতালা।

আমার রাখ চরণে দয়া ক'রে নিজগুণে।
আর প্রাণে কাজ নাই আমারি, ঐ চরণে প্রাণ অর্পণ করি,
দয়া ক'রে রাখ প্যারি! এ অধীন জনে॥

কৃষ্ণ। প্যারি! এ অধীনের প্রতি দয়া ক'রে ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তুমি যদি দয়া না ক'র্‌বে তাহ'লে দাসের গতি কি হবে? আর কার কাছে যাব? (ক্রন্দন)

রাধা। সখি বৃন্দে! বল না, কেন মিছে বার বার এসে আমাকে জ্বালাতন করেন? এখনও বল্‌ছি, মানে মানে যেতে বল।

গীত।

সিন্ধু-ভীমপলশ্রী—একতালা।

সখি! বলগে আর হবে না দাঁড়ায়ে কাঁদিতে।
কেন সখি! আর আসা বারে বারে জ্বালাইতে॥

বারিরূপ ধরেছে যে নারী তারি কাছে বল যাইতে।
তটিনীর তীরে সদা ঘুরে ফিরে বলগো উঁহারে ভ্রমিতে॥

রাধা। কেন, সখি! উনি এখানে মিছে দাঁড়ায়ে আছেন? যেতে বল না; তাঁর কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে বল। তাঁর দেখে দয়া হবে এখন। আমি আর ও কান্না দেখে ভুলি না। এ রকম লোকের চ'খে জল দেখ্‌লে কারও মনে দয়া হয় না।

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে! বার বার আমাকে অকারণে দোষী ক'র্‌ছ? কিন্তু আমি তোমার পাদপদ্মে কোন দোষে দোষী নই। তবে যদি তুমি আমাকে নিতান্তই দোষী কর তবে না হয় আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাচ্ছি। তাতেও কি তোমার ক্রোধ যাবে না?

(নিকট যাইয়া উপবেশন)

গীত।

বেলাবলী-মিশ্র—কাওয়ালী।

ধরি পায়, রাখ পায়, প্যারি! তোমার রাঙ্গা পায়।
বড়ই অভাগা আমি বড়ই আমি নিরূপায়॥
যদি ক'রে থাকি দোষ, ক্ষম প্রিয়ে! ত্যজ রোষ,
তোমার পায়ের গুণে লোকে চতুর্বর্গ পায়॥

কৃষ্ণ। প্যারি! দয়া ক'রে নিজ দাসকে চরণে রাখ। আর পায়ে ঠেলনা। দাস তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তবে কেন দাসের প্রতি এত নিদয় হ'য়ে পায়ে ঠেল্‌ছ? মানময়ি! তুমি যদি দয়া না কর তা হ'লে দাসের কি গতি হবে?

রাধা। সখি বৃন্দে! একি ভাল কিত্তি দেখি! জিজ্ঞাসা কর, এখানে উনি কিসের জন্য আগমন ক'রেছেন। বিরজার ধনকে বিরজার কাছে যেতে বল। সেখানে তুজনে মনের উল্লাসে থাকতে বলগে। আমার এখানে কেন মিছে কষ্ট পেতে এসেছেন। বিরজা ভয়ে নদী হ'য়েছে, তার সৈকতে গিয়ে ঘর বাঁধ্‌তে বল, তা হ'লে সর্ব্বদা তাকে চ'কে দেখ্‌তে পাবেন।

কৃষ্ণ। কেন প্রিয়ে! অকারণে আমাকে তিরস্কার ক'র্‌ছ? আমি সরল হৃদয়ে ব'লছি আমি কিছুমাত্র জানিনে। তবে প্যারি! তোমাব কথাতে হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।

রাধা। আহা, কি সরল হৃদয় গা! যেন কিছুই জানেন না! ওহে লম্পট! তবে বলি শোন। বিরজার সঙ্গে সেই যে বিহার ক'র্‌ছিলে, সেখানে আমি যখন আমার সখীদের সঙ্গে ক'রে গিয়েছিলাম তখন সেখানে বাহিরে শ্রীদাম বেত হাতে পাহারা দিচ্ছিল। সেই কুটিল-হৃদয় শ্রীদাম আমাদের কিছুতেই দ্বার ছাড়ে নি। সমস্তই তো জেনেছি; তবে আর এখানে কেন বার বার আস্‌ছ? বিরজার ধন তুমি, তার কাছে যাও। আমার সাম্‌নে আর কি জন্য এসেছ! ত্বরায় কুঞ্জের বাহিরে গমন কর।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! কেন বৃথা আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌ছ! তোমার নিকট আমি কোন দোষের দোষী নই। প্রিয়ে! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এ দাসকে চরণে স্থান দাও। (রাধার চরণ ধারণ পূর্ব্বক)

গীত।

দেও-বিভাস—ঝাঁপতাল।

প্রিয়ে মানময়ি! মান ত্যজ রাধে!
(হে সখি! মানময়ি! মান ত্যজ রাধে!)
যদি হ'য়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধ'রিয়া সাধি,
ক্ষম দোষ নিজ জন জানিয়ে হে রাধে।
মুখে যদি ভেজবি, যায়ব অব কাহি পাশে,
দোষীজনে দেহ দণ্ড, বাঁধি ভুজপাশে।
(হে রাধে!) তব বদনচন্দ্রমা, হাম্ চকোর সুধা আশে,
তৃষিত জন বিন্দু সুধা যাচে তুয়া সকাশে।
(ভ্রমি তুয়া পাশে বিন্দু সুধা আশে)
হান হে নয়নবাণ, বধ হে মম পরাণ,
(তোমার নয়নবাণে জ্ব'লে ম'লাম)
তাহে যদি রোধ তোহারি নাশে॥
ক্ষম হি মম দোষং ত্যজহি তব রোষং
ক্ষম হি মম সকল অপরাধে:—
ক্ষম হি মম দোষং—
(নিজ জন ভেবে প্রিয়ে!)
(এত মান তোর ভাল নয় রাই)
ক্ষম হি মম দোষং—
তব চরণ কমলে লোটায়লু শির মম
দেহি পদ তুলিয়ে মম মাথে হে রাধে!
(সখি! এতেও যদি দয়া না হয়, তোর
দেহি পদ তুলিয়ে মম মাথে হে রাধে!)
(কৃষ্ণ রাধার পদ ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন
করিয়া রহিলেন)

বৃন্দা। ওলো বিশাখে! ওলো ললিতে! দেখ্ দেখ্ আজ কি শোভা হ'য়েছে! রাইয়ের পায়ে যেন আজ কোটীচন্দ্রের উদয় হ'য়েছে!

বিশাখা। ওমা, তাইতো! আজ আমাদের প্যারীর পায়ে শ্যামচাঁদ লোটাচ্ছে। আহা, দেখ দেখি!

বৃন্দা। কিশোরীর চরণে আজ কি শোভা হ'য়েছে!

ললিতা। আহা ভাই! এমন শোভা তো আমরা আর কখন দেখিনি। ইচ্ছা হয়, চারি চক্ষু যদি হ'ত তাহ'লে অনিমেষে চেয়ে থাক্‌তাম। আহা! এ শোভা দেখে চক্ষু আর ফেরাতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না:

গীত।

কালাংড়া—কাওয়ালী।

রাইএর পদে আহা আজ কি শোভা হইল।
কিশোরীর পদে আজি কিশোর লুটাইল॥
মেঘের কোলে যেন কত চপলা খেলিল,
কোটী চন্দ্র যেন আজ ভূতলে উদিল॥

ললিতা। দেখ দিকি ভাই বৃন্দে! কি শোভা হ'য়েছে! ইচ্ছা হ'চ্ছে যে শোভার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই।

বৃন্দা। কিশোরি! শ্যাম কি ভাই, অমনি ক'রে চরণ ধ'রে প'ড়ে থাক্‌বেন? মানময়ি! মান পরিত্যাগ ক'রে শ্যামকে আদর ক'রে তোল। আমি ভাই শ্যামের হ'য়ে তোমায় দু'কথা ব'ল্‌ছি। নিজ দাসের প্রতি দয়া ক'রে আদর ক'রে কাছে তুলে নাও। এত মান তোমার ভাল নয় ভাই।

এ যে জগৎ চিন্তামণি হ'য়ে তোমার পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এ দেখেও কি তোমার মনে একটুও দয়া হয় না? এত মান তোমার ভাল নয় ভাই।

গীত।

জলধর-কেদারা—কাওয়ালী।

শিরে চরণ তুলে দিতে লজ্জা কি তোর হয় না!
ওমা! একি হেরি, ঘৃণায় মরি, প্রাণেতে এ সয় না॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, চরণে করে প্রণতি,
এ দেখে কি হৃদে তব দয়া উপজয় না॥

বৃন্দা। সখি কিশোরি! এ কিন্তু ভাই তোমার উচিত নয়। শ্যামচাঁদ যে অমন ক'রে ধূলায় প'ড়ে থাকেন, এতো ভাই আর দেখা যায় না। আদর ক'রে তুলে নিয়ে পাশে বসাও, আমরা দেখে নয়ন সফল করি।

রাধা। সখি বৃন্দে! কেন তোমরা আর মিছে আমায় জ্বালাতন কর? ওঁর যে ব্যবহার তাতে আর আমার ওঁর মুখ দর্শন ক'রতে ইচ্ছা নাই। কেন মিছে অমন ক'রে প'ড়ে আছেন? শীঘ্র এ স্থান হ'তে যেতে বল। এখানে আর ওঁর কোন প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ। প্যারি! দাসের প্রতি কি একেবারেই নির্দ্দয় হলে? তবে দাসের উপায় কি হবে? তবে এখন কোথায় যাব? কার কাছে দাঁড়াব?

রাধা। কেন, আমার এখানে আর কি জন্য এসেছ? এখন তোমার সেই বিরজা মহিষীর কাছে যাও, যেখানে সুখে

ছিলে। আমার এখানে কেন মিছে জ্বালাতন হ'তে এসেছ?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এত ক'রেও যদি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ গেল না, তা হ'লে আর কি ক'র্‌ব! আমি তবে নিরুপায়!

বৃন্দা। ওহে শ্যাম। এবারে আমাদের কিশোরীর দুর্জ্জয় মান। বড় সহজে যাবে না দেখ্‌ছি। তবে কেন তুমি ভাই আর মিছে কষ্ট পাও, এখন মানে মানে নিজ স্থানে প্রস্থান কর।

গীত।

কাফি—একতালা।

এ মান সহজে যাবার নয়।
তা না হ'লে এত কষ্ট পেতে না নিশ্চয়।
মানে হ'য়ে উন্মত, প্যারী হেরি জ্ঞান-হত,
অবশেষে অনুতাপ করিতে না হয়॥

বৃন্দা। কিশোরি! শ্যামকে কি ভাই একেবারেই পরিত্যাগ ক'র্‌লে? ছি ভাই! এ তোমার কিন্তু উচিত নয়। উনি নিজে এত কাঁদা কাটা ক'র্‌লেন, তা দেখে কি তোমার একটুও দয়া হ'ল না। এ দাসীর কথায় কৃপা ক'রে ওঁর প্রতি একটু সদয় হও।

বিশাখা। ছি ভাই কিশোরি! এ কিন্তু ভাই তোমার উচিত নয়। উনি যে এতক্ষণ তোমার চরণতলে প'ড়ে রইলেন, এতেও কি তোমার দয়া হ'ল না?

রাধা। দেখ সখি! তোমরা সকলে মিলে আর মিছে ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ ক'রে আমাকে জ্বালাতন ক'র না। আমি যা ভাল বুঝ্‌ব তাই ক'র্‌ব। আমি কারও কথা শুন্‌ব না। এখন

ওঁকে বল কেন মিছে এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে জ্বালাতন ক'র্‌ছেন! অন্যত্র গমন ক'র্‌তে বল। যে আশায় এসেছেন তা আর পূর্ণ হবে না। হে শঠ, লম্পট, ধূর্ত্তরাজ! শীঘ্র আমার নিকট হ'তে যাও। সদাই কদাচার ব্যবহার তোমার; এখন বুঝ্‌লেম যে সমস্তই তোমার নরের মত কদাচার। ওহে বনমালি! আমার গোলোক হ'তে শীঘ্র যাও। অবনীতে মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর।

বৃন্দা। ওহে শ্যাম! শুন্‌লে ত ভাই প্যারী যা ব'ল্‌লেন? তবে আমরা আর কি ক'র্‌ব! আমরা তোমার জন্য কত ক'রে ব'ল্‌লাম, তা উনিতো কিছুতেই তা শুন্‌লেন না। তবে কেন মিছে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাও। মানে মানে অন্যত্র গমন কর।

কৃষ্ণ। সখি! এত ক'রে সাধ্‌লাম, এতেও যদি প্যারীর দয়া না হ'ল, তবে আর কি ক'র্‌ব! নির্দ্দোষের প্রতি যদি উনি দোষারোপ করেন তা হ'লে আর উপায় কি! তবে সখি! আমি এখন চ'ল্‌লেম। (রাধার প্রতি) প্রিয়ে! মানময়ি! এত ক'রে সাধ্‌লাম তবু তোমার আমার প্রতি দয়া হ'ল না! তবে দাস এখন চরণ থেকে বিদায় হ'ল।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

রাধা। (ক্রন্দনস্বরে) সখি বৃন্দে! শ্যাম কি চ'লে গেলেন? সখি! তাঁর মুখ না দেখে আমার প্রাণ যে বড়ই অস্থির হ'চ্ছে। এখন উপায় কি করি?

গীত।

সুরঠ-জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

কোথায় শ্যাম গুণধাম।
না হেরে তাহারি মুখ অস্থির হ'তেছে প্রাণ॥
বিপিনে মধুর রবে, বাঁশী আর কে বাজাবে,
না শুনিব কাণে আর, মধুর মুরলী তান॥

বৃন্দা। তা সখি! এর উপায় আমি কেমন ক'রে ব'লব? তোমার ভাই সব নূতন রকম কাজ! এলে মান, আর গেলে কান্না! তা ভাই এ রোগের প্রতিকার আমি কি ক'রে ক'রব বল?

(শ্রীদাম কৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়া অন্তরাল হইতে ক্রোধে ঘূর্ণিত নয়নে)

শ্রীদাম। কি! প্যারীর শ্যামকে এতদূর অপমান করা! তিনি বারে বারে আস্‌ছেন আর বারে বারে দূরীভূত হ'চ্চেন! (ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবরে রাধার সম্মুখে আগমন করতঃ) দেবি! তোমার কি রকম আচরণ? কেন বারে বারে তুমি শ্যামের প্রতি কটু বাক্য বল? আমার ঈশ্বরের প্রতি অবিচারে কেন তুমি ভৎর্সনা-বাক্য প্রয়োগ কর? জাননা যে তিনি দেবের ঈশ্বর "পূর্ণব্রহ্ম"? তাঁরে তুমি এত বিড়ম্বনা কর? দেবীর শ্রেষ্ঠা তুমি কার সেবা ফলে হ'য়েছ? অভিমান ভরে তুমি কিছুই বুঝ্‌লে না? যাঁর পাদপদ্ম অর্চ্চনা ক'রে তুমি সবার ঈশ্বরী হ'য়েছ, তুচ্ছ মান ছলে তুমি তাঁকেও চিন্‌লে

না? এত দর্প তোমার কিসের? কৃষ্ণ মনে ক'র্‌লে তোমার মত কত শত রমণী সৃজন ক'র্‌তে পারেন।

(রাধা সক্রোধে ঘূর্ণিতনয়নে)

রাধা। রে মূঢ়! লম্পটকিঙ্কর! আমার নিন্দা কর তুমি আমারই সম্মুখে? পাপাচার! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও। হরির প্রশংসা কর তুমি আমার সাক্ষাতে? একমুখে শতেক কথা তুই আমাকে শোনালি; তোর এত দূর স্পর্দ্ধা?

শ্রীদাম। দেখুন দেখি মা! আপনার কতদূর অন্যায়। কৃষ্ণ যে আপনাকে এত বিনয় বাক্যে সম্ভাষণ ক'র্‌লেন, তাও আপনি অগ্রাহ্য ক'র্‌লেন? কি জন্য তাঁর উপর কুপিত হ'য়েছেন? তিনি হ'চ্ছেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, সারাজীবন ধ্যান ক'রেও যাঁর শ্রীচরণ লাভে সমর্থ হয় না, সেই বিশ্বপ্রাণ নিরঞ্জনের ইচ্ছায় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন হয়, তা কি দেবি! তুমি জান না? যাঁর ইচ্ছায় তুমি রমণী কুলের শ্রেষ্ঠ হ'য়েছ, তাঁকে কি না তুমি কথায় কথায় ক্রোধ বাক্য বল? আবার তাঁকে কি না অভিশাপ দাও? যোগিগণ সদা যাঁর চিন্তা করেন, পদ্মালয়া যাঁর চরণ সদা অর্চ্চনা ক'র্‌ছেন, পিযূষকণ্ঠা সরস্বতী সদা যাঁর স্তুতি গান ক'র্‌ছেন, তুমি কে যে মানে উন্মত্ত হ'য়ে তাঁকে কুবচন বল?

রাধা। (আরক্তলোচনে) রে পাপাত্মন্! মূঢ়! তুই জানিস্, আর আমি জানি না যে তিনি ঈশ্বর? জনকের মান্য ক'রে তুই জননীর নিন্দা করিস্? রে পাপাচার!

আমার সম্মুখে তুই আমাকে এত কথা শোনাস্? হরির প্রশংসা তোর মুখে আর ধরে না! যা; আমার গোলোক হ'তে এখনি দূর হ'। যেমন অসুর দেব নিন্দা করে, তেমনি তুই কর্‌লি; এখন আমি তোকে অভিশাপ দিলাম যে, পৃথিবীতে গিয়ে তুই অসুররূপ ধারণ কর্। আমি এই অভি-শাপ দিলেম, দেখি কে তোকে রক্ষা করে? আসুরিক যোনিতে তোর জন্ম হবে। দানবরূপে তুই জন্মগ্রহণ ক'রে আসুরিক কাজে সদা মগ্ন থাক্‌বি। মর্ত্ত্যে গিয়ে শাপ সন্তাপ ভোগ ক'র্‌গে যা। রে অভাজন! আমি তো এই অভিশাপ দিলেম। যা, তোর শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে এখনি বল্‌গে যা; দেখি, আমার বাক্য কে লঙ্ঘন ক'র্‌তে পারে। যা, ত্বরায় গিয়ে তোর ঈশ্বরকে জানাগে যা।

শ্রীদাম। (অভিশাপ শুনিয়া ক্রোধে) বিনা দোষে যেমন আমাকে অভিশাপ দিলে, তেমনি তার উপযুক্ত প্রতিফল পাবে! আশ্চর্য্য! চমৎকার কোপ! ঠিক যেন মানুষের মত। তেমনি মনুষ্য দেহে ব্রজে জন্মা'তে হ'বে তোমায়। এ তুমি নিশ্চয় জান্‌বে, মানবী আকারে তোমাকে অবশ্য ধরণীতে যেতে হবে। গোপ গৃহে জ'ন্মে তুমি গোপী হবে। আমার কথা কিছুতেই অন্যথা হবে না। ক্লীবদেহধারী জ্ঞানিবর আয়ান আমার কথায় তোমার পতি হবে, নিশ্চয় জেন। হরির মায়াহারী মায়ায় সেই কৃষ্ণ-অংশে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। সেই তোমাকে বিবাহ ক'র্‌বে। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গেই তুমি বিহার ক'র্‌বে; আর দুজনে বৃন্দাবনে থাক্‌বে। পরে শত বৎসর কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘ'ট্‌বে; বিষম যাতনা

তোমায় অবশ্যই পেতে হবে। এই আমি সার কথা ব'ল্লেম। তবে তার পরে আবার যখন গোলোকে আস্‌বে তখন আবার সেই কৃষ্ণ সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হবে। তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে একবার দেখা করিগে। হে রাসেশ্বরি! দাস তোমার চরণে প্রণাম ক'রে বিদায় হ'ল।

(রাধার চরণে প্রণাম করিয়া শ্রীদামের প্রস্থান)

রাধা। সখি বৃন্দে! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কি হ'তে কি হ'য়ে গেল!

বৃন্দা। সখি! আমি তো তখনি ব'লেছিলেম যে "প্যারি! দেখ যেন হিতে বিপরীত না হয়।" সখি! তুমি কেঁচো খুঁড়্‌তে গিয়ে একেবারে কেউটে বার ক'রে ফেল্‌লে!

রাধা। সখি! একি হ'ল আমার! (ক্রন্দন) তবে একবার নাথের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বলিগে যাই।

বৃন্দা। হাঁ সখি! তাই চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাধা-কুঞ্জের বহির্দ্দেশ

।। একি ভাই, শ্রীদাম! তুমি কেঁদে আকুল হ'চ্ছ কেন? কি হ'য়েছে?

শ্রীদাম। ভাই কৃষ্ণ! তোমায় আর আমি কি ব'ল্‌ব। তুমি অন্তর্য্যামী, তুমি তো ভাই সব জান্‌তে পেরেছ। রাধা আমায় অভিসম্পাত ক'রেছেন যে তুমি অসুরকুলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে। (ক্রন্দন)

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! ক্রন্দন সম্বরণ কর। নিজ কর্ম্মফলকে কে বল লঙ্ঘন ক'র্‌তে পারে? শ্রীরাধার কথাতো আর অন্যথা হবার নয়; কাজেই ভাই তোমাকে দানব রূপেতে মর্ত্ত্যধামে জন্মাতে হবে। তুমি শঙ্খচূড় দৈত্য নামে ত্রিভুবন বিজয়ী হবে। তার পর তুলসী দেবী তোমার পত্নীরূপে ভূতলে খ্যাতি লাভ ক'র্‌বেন। তার পর শঙ্করের শূলে তুমি হত হবে। তার পরে পঞ্চাশত যুগ অতীত হ'লে আবার এই গোলোকে আমার সন্নিধানে আস্‌বে।

শ্রীদাম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হে দেব! তোমার চরণে যেন কখন আমি ভক্তিহীন না হই। সদা ঐ চরণে যেন আমার মতি রতি থাকে। তবে দাস বিদায় হ'ল। (কৃষ্ণের চরণে প্রণিপাত)

রাধা। (শ্রীদামকে গমন করিতে দেখিয়া নেপথ্যে) কোথায় যাওরে বাছা! এইখানে একবার দাঁড়াও। আমাকে একেবারে ত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যে যেও না। আমার শাপে তুমি পৃথ্বীতলে বাস ক'র্‌তে যাচ্ছ। সেখানে শঙ্খচূড় নাম ধারণ ক'রে তুলসীর পতি হ'য়ে থাক্‌বে।

(ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীদামের প্রস্থান
ও রাধার প্রবেশ)

রাধা। হে দেব! আমার উপায় কি হবে বলুন। শ্রীদাম আমাকে অভিশাপ দিয়েছে তার উপায় আপনি ক'রে দিন। এখন আমার দশা কি হবে! আপনি দয়া না ক'র্লে দাসীর আর কে বিহিত ক'র্বে? দাসী ঐ চরণ ত্যাগ ক'রে কেমন ক'রে থাক্‌বে! শ্রীদামকে ছাড়া হ'লাম। আবার আপনার কাছ থেকে ছেড়ে চ'ল্‌লেম। এখন দাসীর উপায় যা হয় আপনি ক'রে দিন।

কৃষ্ণ। (শোকচ্ছলে রাধার প্রতি) প্রিয়ে! আর কেঁদে কি ক'র্বে বল! যা হবার তা তো হ'য়ে গেছে, আর তো ফের্‌বার নয়। শ্রীদামের বাক্য তো কখন খণ্ডন হবার নয়; তবে এখন শোক করা মিথ্যা। আর কি ক'র্বে বল? রাধে! এখন শোক সম্বরণ কর। পুনশ্চ শ্রীদামকেও পাবে আর আমাকেও পাবে। হে প্রিয়ে! শোক ত্যাগ ক'রে শান্ত হও। আর কি ক'র্বে বল? যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে, আর কেঁদে কি ক'র্বে বল? (এক হস্তে গণ্ড ও অপর হস্তে রাধার চিবুক ধারণ করিয়া)

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন মিছে এবে কাঁদ অকারণ।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
কি হবে কাঁদিলে বল, যা হবার তা হ'য়ে গেল,
মম সনে পুনঃ হবে সুখ-সম্মিলন॥

কৃষ্ণ। প্রিয়তমে! তবে তুমি ত্বরা ক'রে মর্ত্ত্যধামে যাও,

গোকুলে গোপের গৃহে গিয়ে বৃষভানুর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করগে।

রাধা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হে জীবিতনাথ! দাসীকে তবে নিতান্তই চরণ ছাড়া ক'র্‌লেন? এ হতভাগিনী কেমন ক'রে আপনাকে ছেড়ে ভূতলে গমন কর্‌বে? এ দাসী যে ঐ চরণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ঐ শ্রীচরণে যেন দাসীর সদা সর্ব্বদা গতি থাকে, এই ভিক্ষা।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! কেন আর তুমি এত কাতরতা প্রকাশ ক'র্‌ছ! তোমার সঙ্গে সেখানে আমিও গমন কর্‌ব, এই আমি ব'ল্‌লেম। আমার কথা কখনই মিথ্যা হবার নয়। তবে প্রিয়ে! এখন ত্বরা ক'রে তুমি মানব ভবনে গমন কর।

রাধা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) দেব! দেখো যেন দাসীকে ভুল না। (শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দনচ্ছলে)

গীত।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

নাথ তবে আমি চলিলাম এক্ষণে।
দেখো যেন মনে রেখো, এ অধিনী জনে॥
তোমা বিনে কেমনে, বাঁচিব বল জীবনে,
দয়া ক'রে অধিনীরে রেখো চরণে॥

রাধা। জীবিতেশ্বর! এই অধিনীর প্রতি দয়া ক'রে যেন ঐ রাঙ্গা চরণে স্থান দিও। অধিনীর এই একমাত্র প্রার্থনা। দাসী যেন ঐ চরণ ছাড়া কখন না হয়। (ক্রন্দন করিতে করিতে) নাথ! তবে দাসী ঐ পাদপদ্ম ছেড়ে বিদায় হ'ল।

(রাধার প্রস্থান)

কৃষ্ণ। তবে আমি আর এখানে কি ক'র্‌ব, আমিও যাই।

(কৃষ্ণের প্রস্থান)

ক্রোড় অঙ্ক।

(গোলোকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব)

(সিংহাসনের দুইপার্শ্বে সখীগণের চামর ব্যজন করিতে করিতে)

গীত।

কানাড়া-মিশ্র—একতালা।

গোলোকবিহারী কিশোর কিশোরী
যুগলে কিবা শোভে একাসনে।
এ হেন মধুর মুরতি কখন হেরি নাই মোরা দুনয়নে॥
হের তরুলতা পশুপক্ষিগণে,
যে যেখানে আছ গগনে পবনে,
কিবা পাপী কিবা পুণ্যবান জনে,
হেরিয়া সফল কর জীবনে॥

যবনিকা।